NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ বাংলায় নাম ডিসপ্লে না করলে বাতিল হবে ট্রেড লাইসেন্স: ফিরহাদ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে আক্রমণ ব্রাত্যর ৩

কলকাতা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২৮ ভাদ্র ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৯৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.09.2025, Vol.19, Issue No. 96, 8 Pages, Price 3.00

এসএসসির দ্বিতীয় দফা নিয়োগের পরীক্ষা আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ এসএসসির দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা। পরীক্ষায় অংশ নেবেন একাদশ-দ্বাদশের প্রায় ২ লক্ষ ৪৬ হাজার পরীক্ষার্থী। অংশ নিচ্ছেন ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীরাও। তবে পরীক্ষায় বসার আগে পরীক্ষার্থীদের এসএসসি ফের মনে করিয়ে দিয়েছে তাঁদের কী কী করণীয় কী কী নয়।

এসএসসি সূত্রে খবর, দুপুর বারোটা থেকে পরীক্ষা শুরু। তার আগেই ঢুকে যেতে পরীক্ষা কেন্দ্রে। পরীক্ষা শেষ হবে দুপুর দেড়টায়। বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য পরীক্ষা শেষ হবে দুপুর দু'টোয়।

প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে স্বচ্ছ পেন নিয়ে আসতে হবে। স্বচ্ছ পেন অর্থাৎ যে পেনের ভিতর থেকে রিফিল দেখা যাবে তেমন পেন নিয়ে পরীক্ষায় বসতে হবে। যদি একান্তই কোনও পরীক্ষার্থী এই ধরনের পেন না পান, তাহলে পরীক্ষাকেন্দ্রেই কমিশনের তরফে এই পেন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়াও, কমিশন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, একাধিক সেন্টারে নেই ক্লোক রুম। সেই কারণেই এসএসসি-র তরফে আবেদন করা হয়েছে যাতে কোনও পরীক্ষার্থী মূল্যবান জিনিস এখানে হলে নিয়ে না আসেন। পাশাপাশি দেহ তল্লাশির সময় অ্যাডমিট কার্ড থাকা বাঞ্ছনীয়। অ্যাডমিট কার্ডের ছবি অস্পষ্ট থাকলে পরীক্ষার্থীদের সরকারি পরিচ্ছেদের পত্র ও তার প্রতিলিপি সঙ্গে রাখতে হবে। একাদশ-দ্বাদশে মোট ১২ হাজার ৫১৪ শূন্যপদ রয়েছে। পরীক্ষায় বসছেন ২ লক্ষ ৪৬ হাজার পরীক্ষার্থী। ৪৭৮টি পরীক্ষা কেন্দ্রে হবে পরীক্ষা। প্রসঙ্গত, দুর্নীতির অভিযোগে পুরো প্যানেল বাতিলের পর 'সুপ্রিম' নির্দেশে ফের নতুন করে পরীক্ষা নিচ্ছে কমিশন। এদিকে গত ১২ সেপ্টেম্বর এসএসসি মামলায় কোর্ট জানতে চেয়েছে কবে টাকা ফেরত দেবে দাগিরা। আগেই শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, নতুন করে যে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে তাতে পুরো নজর রাখছে আদালত। বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনও দাগি যাতে পরীক্ষায় না বসেন। এই আবহের মধ্যেই একটাই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে, এদিনের পরীক্ষাতে কোনও দাগি বসছেন না তো?

ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু

■ **কলকাতার আরজি করের মহিলা জুনিয়র চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা এখনও দগদগে। আর তারই মধ্যে এবার আরজি করের চিকিৎসক পড়ুয়া ছাত্রীর রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হলো মালদায়। মৃতের ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের মেয়েকে খাওয়ারে বিষ খাইয়ে খুন করেছে চিকিৎসক পড়ুয়া প্রেমিক। শুক্রবার গভীর রাতে মালদা মেডিক্যাল কলেজ থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় ওই জুনিয়র চিকিৎসক ছাত্রীর। এরপর শনিবার দুপুরে মৃত ছাত্রীর পরিবার প্রেমিক উজ্জ্বল সোরেনের বিরুদ্ধে মালদার ইংরেজবাজার থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।** -বিস্তারিত জেলার পাতায়

চার্জশিট জমা

■ **নদিয়ার কালীগঞ্জে তামান্না খাতুন খুনের মামলায় অবশেষে আদালতে চার্জশিট জমা দিল পুলিশ। শনিবার ঘটনার ৮৪ দিনের মাথায় দেওয়া ওই চার্জশিটে মোট ১০ জনের নাম অভিযুক্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-র বেশ কিছু ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পরবর্তী সময়ে বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়া হবে। অন্য দিকে, মৃতার মায়ের দাবি, অভিযুক্তদের 'বেশির ভাগ' এখনও অধরা। তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন কন্যাহারা সাবিনা বিবি।**

চুরাচাঁদপুরে ঘরছাড়াদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস নরেন্দ্র মোদীর।

'উন্নয়নের জন্য শান্তি প্রয়োজন'

হিংসাদীর্ণ মণিপুরে বার্তা মোদীর

ইম্ফল, ১৩ সেপ্টেম্বর: রক্তক্ষয়ী হিংসায় দু'বছর ধরে জ্বলছে মণিপুর। মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। ঘর ছাড়া আরও বেশি। কিন্তু এই দুই বছরে একবারও মণিপুরে আসেননি প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি, এই বিষয়ে খুব একটা শধ খরচ করেননি তিনি। গোষ্ঠী সংঘাতের পর এই প্রথম রাজ্যে এসে চুরাচাঁদপুরে ঘরহারাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী। আশ্বাস দিলেন, কেন্দ্র সরকার পাশে আছে।

গত ২৮ মাস ধরে গোষ্ঠীহিংসায় দীর্ণ মণিপুরে গিয়ে শান্তির বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানকার সব ক'টি সংগঠনকে শান্তির পথে আসার অনুরোধ জানালেন। এ-ও জানালেন যে, সরকার মণিপুরের পাশে রয়েছে।

গত ২৮ মাসে মণিপুরে যাননি প্রধানমন্ত্রী। তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধী দলগুলি। শনিবার দুপুরে মিজোরাম থেকে বিমানে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে পৌঁছোন তিনি। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে কুকি-জো অধ্যুষিত চুরাচাঁদপুর জেলায় যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু বৃষ্টির কারণে সড়কপথে সেখানে পৌঁছোন তিনি।

শুরুতেই তিনি দেখা করেন দু'বছরের হিংসায় ঘরছাড়াদের সঙ্গে। চুরাচাঁদপুর ছিল হিংসার ঘটনার কেন্দ্রস্থল। এখানে মৃত্যু হয় ২৬০ জনের। ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ইম্ফল বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে ৬৫ কিলোমিটার ভ্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। চুরাচাঁদপুরে পৌঁছে মণিপুরকে 'সাহস ও দৃঢ়তার ভূমি' বলে প্রশংসা করেন তিনি। তিনি চুরাচাঁদপুরের ত্রাণ শিবিরে বয়স্ক এবং শিশুদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। ত্রাণ শিবিরে শিশুরা হাতে আঁকা ছবি, ফুলের তোড়া এবং পালকের টুপি প্রধানমন্ত্রীকে উপহার হিসেবে দেয়। এই সফরে মোদীর সঙ্গে ছিলেন মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লা।

এরপর চুরাচাঁদপুর শহরে সভা করেন প্রধানমন্ত্রী। ৭০০০ কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। জানান, মণিপুরে সড়ক এবং রেল যোগাযোগ আরও উন্নত করতে পদক্ষেপ করছে সরকার। ওই সভা থেকেই শান্তির ডাক দেন মোদী। তিনি বলেন, 'আমি সব সংগঠনের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে শান্তির পথে আসুন। মণিপুরের উন্নতির জন্য ভারত সরকার কাজ করে চলেছে।' উত্তর-পূর্বের রাজ্যে উন্নয়নের মেশিন চালিয়ে যেতে সংঘাত থামানোর আর্জি জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তি ফেরাতে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। চুরাচাঁদপুরের সভায় মোদী বলেন, 'আশা ও বিশ্বাসের নয়া সকাল শুরু হয়েছে মণিপুরে। তবে উন্নয়নের জন্য শান্তি প্রয়োজন। গত ১১ বছরে একাধিক সংঘাত হয়েছে এখানে। তবে মানুষ শান্তির পথই বেছেছেন।'

আজ কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজই ফের কলকাতায় পা রাখতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফোর্ট উইলিয়ামে শুরু হচ্ছে সেনাবাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, কম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্স। ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর চলবে এই বৈঠক, যার উদ্বোধন করবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে কলকাতায় থাকবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। সেনার সীমান্ত কৌশল, উত্তরপূর্বে নিরাপত্তা জোরদার ও ভবিষ্যৎ রণনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। উপস্থিত থাকবেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, তিন বাহিনীর প্রধান এবং প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং। রাজনৈতিক মহল বলছে, অপারেশন সিঁদুরের পর মোদী-ডোভাল-রাজনাথের একসঙ্গে উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে কলকাতায় নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। লালবাজার জানিয়েছে, ১৪ সেপ্টেম্বর দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ৮টা এবং ১৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত রেড রোড, জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ড, রাজভবন সংলগ্ন রাস্তায় ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। ফোর্ট উইলিয়ামমুখী রাস্তাতেও আংশিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে। মা ও এজেসি বোস উড়ালপুলে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ৩ মে এই জেলা থেকেই অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল মণিপুরে। তপসিলি জনজাতির তকমা দেওয়ার জন্য আর্জি জানিয়েছিল মেইতেইরা। তার প্রতিবাদে পথে নামে একটি আদিবাসী গোষ্ঠী। সেখান থেকেই হিংসা ছড়ায় কুকি-জো অধ্যুষিত চুরাচাঁদপুরে। সেই জেলায় গিয়ে ঘরছাড়াদের সঙ্গে মোদীর দেখা করাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

মিজোরামে বাজল রেলের হুইসল

আইজল, ১৩ সেপ্টেম্বর: মিজোরামের পাহাড়ি নিস্তব্ধতা ভেঙে আজকের দিনটা হয়ে রইল রাজনৈতিক বার্তার বাহক। বৈরবি, সৈরাং রেলপথ চালুর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুধু নতুন ট্রেনের হুইসেল বাজাননি, বাজিয়েছেন উন্নয়ন রাজনীতির দামামা। খারাপ আবহাওয়ায় অনুষ্ঠানস্থলে যেতে না পারলেও লেঙ্গপুই বিমানবন্দর থেকেই ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন তিনি। তাঁর ভাষণে পরিষ্কার বার্তা, দশকের পর দশক উত্তর-পূর্বকে উপেক্ষা করা রাজনীতির অবসান হয়েছে, এখন উন্নয়নই একমাত্র এজেন্ডা।

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এই প্রকল্প শুধু রেললাইন নয়, মিজোরামের কৃষক, ব্যবসায়ী ও তরুণ প্রজন্মের জন্য 'লাইফলাইন'। পাহাড়ি রাজ্যের ফসল এখন সোজা পৌঁছবে দিল্লি-মুম্বইয়ের বাজারে। পর্যটন ও শিল্পে বিনিয়োগও বাড়বে। কিন্তু মোদী এখানেই থামেননি। সরাসরি বিরোধীদের উদ্দেশে তাঁর কটাক্ষ, 'যাঁরা বছরের পর বছর উত্তর-পূর্বকে ভোটব্যাঙ্কের খামারে পরিণত করেছিলেন, তাঁদের হাতে কিছু হয়নি। আজ উন্নয়ন হচ্ছে, কারণ আমরা প্রতিশ্রুতি রেখেছি।'

এই প্রকল্পের আর্থিক পরিসংখ্যানও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় ৮, ০৭০ কোটি টাকা খরচে তৈরি হয়েছে বৈরবি, সৈরাং রেললাইন, যার পথে রয়েছে ৪৮টি সুড়ঙ্গ (১২.৮৫ কিমি), ৫৫টি বড় সেতু, ৮৭টি ছোট সেতু, পাঁচটি রোড ওভারব্রিজ ও নয়টি আন্ডারব্রিজ। ২০১৪ সাল থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে রেল খাতে মোট বরাদ্দ হয়েছে ৬২,৪৭৭ কোটি টাকা। একই সময়ে ১৬,২০৭ কিমি জাতীয় সড়ক তৈরি এবং পিএমজিএসওয়াই প্রকল্পে ৮০,০০০ কিমির বেশি গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আকাশপথেও যুক্ত হয়েছে উত্তর-পূর্ব;'উড়ান' প্রকল্পে একের পর এক দূরবর্তী বিমানবন্দর এখন নিয়মিত ফ্লাইটের আওতায়।

রাজনৈতিক মহলের মতে, মিজোরামে এই বার্তা কেবল রেল যোগাযোগের নয়, বিজেপির নির্বাচনী প্রচারেরও অংশ। উত্তর-পূর্বে ক্রমশ জমি তৈরি করছে বিজেপি, এবং এই ধরনের বড় অবকাঠামো প্রকল্প সেই জমিকে আরও দৃঢ় করবে। বিরোধীরা অবশ্য অভিযোগ তুলেছে যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব এবং অতিরিক্ত ব্যয় সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রমাণ। সব মিলিয়ে বৈরবি,সৈরাং রেলপথের উদ্বোধন মিজোরামের জন্য যেমন অর্থনৈতিক টার্নিং পয়েন্ট, তেমনি উত্তর-পূর্ব রাজনীতির জন্য নতুন মেরুকরণের সূচনা।

■ **১৩১২৫ কলকাতা-সায়রং এক্সপ্রেস ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে চালু হবে। প্রতি শনিবার, মঙ্গলবার ও বুধবার কলকাতা স্টেশন থেকে বেলা ১২.২৫ মিনিটে ট্রেন ছাড়বে। পরের দিন সন্ধ্যা ৭ টা ৪৫ মিনিটে মিজোরামের সায়রং পৌঁছবে।**

■ **১৩১২৬ সায়রং-কলকাতা এক্সপ্রেস ১৮ সেপ্টেম্বর চালু হবে। প্রতি মঙ্গলবার, শুক্রবার ও শনিবার সায়রং স্টেশন থেকে সকাল ৭ টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে। পরের দিন বেলা ২.৩০ মিনিটে কলকাতা পৌঁছবে।**

আবার নিরাপত্তার কড়াকড়ি যাদবপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাত্রীমৃত্যুর ঘটনার পর ফের নিরাপত্তা নিয়ে কড়াকড়ি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আবারও নতুন করে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। যাদবপুরের ক্যাম্পাসের মধ্যে সর্বসাধারণের মর্নিং ওয়াক ও ইভনিং ওয়াকে জারি হল নিষেধাজ্ঞা। এর পাশাপাশি নিষেধাজ্ঞা জারি মদ, গাঁজা নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢোকার উপরও।

বৃহস্পতিবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেটের কাছে থাকা ঝিলে পড়ে যান তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্রী। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে বাঁচানো যায়নি। ছাত্রীর মৃত্যুর পর একগুচ্ছ প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে মদ, গাঁজার আসর নিয়ে আগেও প্রশ্ন উঠেছে। সেই প্রশ্ন এবারও উঠেছে। সামগ্রিক এই ঘটনায় ক্যাম্পাসের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে তৈরি হয়েছে বড় এক প্রশ্নচিহ্ন। এরপরই নিরাপত্তা আঁটসাঁট করতে যে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ইস্যু করা পার্কিং স্টিকার থাকলে দু-চাকা ও চার চাকা গাড়িকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হবে। ওই পার্কিং স্টিকার না থাকলে প্রবেশপথে সেই গাড়ির যথাযথ তথ্য নিয়ে তবেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকতে দেওয়া হবে।

এর পাশাপাশি ক্যাম্পাসের

মধ্যে মদ, গাঁজা বন্ধেও ফের কড়া অবস্থানের কথা জানাল কর্তৃপক্ষ। এই প্রসঙ্গে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ক্যাম্পাসের মধ্যে মাদক সেবনের সময় ধরা পড়লে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অনেক সাধারণ মানুষ সকাল ও সন্ধেয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে হাঁটেন। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সর্বসাধারণের জন্য মর্নিং ও ইভনিং ওয়াক বন্ধের নির্দেশিকা জারি করা হল।

পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, সন্ধে সাতটার পর কোনও কারণে ক্যাম্পাসে ঢুকতে গেলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া পরিচয়পত্র নিয়ে যেতে হবে। না হলে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। কারও কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র না থাকলে তাঁকে প্রবেশপথে নিজের পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। এবং তিনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান, তাও জানাতে হবে।

শুল্কের কারণেই সম্পর্কে ফাটল, ভারতকে নিয়ে উপলব্ধি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৩ সেপ্টেম্বর: ভারত-আমেরিকার সাম্প্রতিক শুল্ক-যুদ্ধের পর আচমকাই আত্মোপলব্ধি ট্রাম্পের! প্রথমে বাণিজ্যচুক্তি না হওয়া এবং পরে শুল্কবাণের কারণে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক কিছুটা জটিল হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতকে লাগাতার হুমকি দিয়ে এসেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই পরিস্থিতিতে আচমকা সুর বদল করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বলেন, 'ভারতের উপর শুল্ক চাপানোর কারণেই দু'দেশের সম্পর্কে ফাটল ধরেছে।'

ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'দেখুন, ভারত ওদের (রাশিয়া) সবথেকে বড় গ্রাহক ছিল। আমি ভারতের উপরে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছি কারণ ওরা রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনছে। এটা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু আমি তা করেছি। আমি অনেক করেছি। মনে রাখবেন, এটা আমাদের সমস্যার থেকেও বেশি ইউরোপের সমস্যা।'

একদিকে শুল্ক নিয়ে ট্রাম্প যখন ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক অবনতি হওয়ার কথা বলছেন, সেখানেই বৃহস্পতিবার তাঁরই মনোনীত ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সার্গিও গোর বলেছেন যে ট্রাম্প প্রশাসন চায় ভারত রাশিয়ার থেকে তেল ও ক্রুড পণ্য না কিনে, তা আমেরিকার থেকে কিনুক। বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দুই দেশের আলোচনা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

বলেন, 'রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আমার বহু দিনের ভালো সম্পর্ক। কিন্তু এবার আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। যুদ্ধ বন্ধ করতে তিনি ব্যর্থ। আমরা কড়া পদক্ষেপ করব।' প্রসঙ্গত, ভারত-মার্কিন সম্পর্কের জটিলতা কাটাতে গত মঙ্গলবার এক বিবৃতি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথে তিনি লেখেন, 'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি দীর্ঘ বাণিজ্য জট ছাড়াতে দুই মহান দেশ ভারত ও আমেরিকার মধ্যে আলোচনা চলছে। আমার প্রিয় বন্ধু প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী। আমার বিশ্বাস দুই মহান দেশের এই আলোচনা শীঘ্রই সমস্ত বাধা পেরিয়ে চূড়ান্ত সমাধানে পৌঁছবে।' এই পরিস্থিতি দু'দেশের সম্পর্কের জটিলতা কাটবে কি না, তা উত্তর দেবে সময়।

কিষেনজির স্ত্রীর আত্মসমর্পণ

তেলঙ্গানা, ১৩ সেপ্টেম্বর: আত্মসমর্পণ করলেন কিষেনজির স্ত্রী সুজাতা। তাঁর মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা। তেলঙ্গানা পুলিশের কাছে তিনি ও তাঁর তিন মহিলা সঙ্গী ধরা দিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে। গাদওয়াল অঞ্চলের বাসিন্দা সুজাতা খুব অল্প বয়সেই বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি প্রবীণ মাওবাদী নেতা মালোজুলা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষেণজিকে বিয়ে করেছিলেন। তেলঙ্গানা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার ডিজিপি-র উপস্থিতিতে আত্মসমর্পণ করেছেন সুজাতা।

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে এক এনকাউন্টারে কিষেণজি নিহত হন। এরপর থেকেই দলে সক্রিয় হয়ে ওঠেন সুজাতা। বিভিন্ন রাজ্যে তাঁর বিরুদ্ধে মোট ১০৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। জানা যায়, তিনি সব সময় একে-৪৭ নিয়ে ঘুরতেন।

জানা যায়, তুতো ভাই প্যাটেল

সুধাকর রেড্ডির হাতেই সুজাতার বিপ্লবে হাতেখড়ি। ২০০৯ সালে মারা যান সুধাকর। সুজাতাকেই ধরা হয় মাওবাদীদের প্রথম প্রজন্মের অন্যতম প্রতিনিধি। এহেন নেত্রীর ধরা পড়া যে বড় সাফল্য সেব্যাপারে নিশ্চিত ওয়াকিবহাল মহল। আশা করা যায় এতে মাওবাদী কার্যকলাপ বড় ধাক্কা খাবে।

সুজাতার পাশে দাঁড়িয়ে 'ওয়ান্টেড' সকল মাওবাদী নেতার উদ্দেশে তেলঙ্গানার ডিজিপি জিতেন্দ্রর বার্তা, 'আপনারা অস্ত্র নামিয়ে নিন। আসুন, নিজেদের গ্রামে ফিরুন, রাজ্যের উন্নয়নে শামিল হোন।'

পহেলগাঁও প্রেক্ষাপটে বাইশ গজে আজ উত্তেজনার বিস্ফোরণ

দুবাই, ১৩ সেপ্টেম্বর: ফের ভারত-পাকিস্তান মহারণ। আজ এশিয়া কাপের মঞ্চে এই লড়াই শুধু একটা ক্রিকেট ম্যাচ নয়, বরং দুই প্রতিবেশী দেশের আবেগ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর মর্যাদার প্রতিফলন। প্রতিবারের মতোই এবারও দুই দলের সমর্থকদের চোখ থাকবে খেলোয়াড়দের প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে। তবে এবার পহেলগাঁও হামলা ও তৎপরবর্তী ঘটনার প্রেক্ষিতে উত্তেজনা একটু বেশিই। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যাটিং এবং বোলিং- দুই ক্ষেত্রেই বর্তমানে অনেকটা এগিয়ে আছে সূর্যকুমার যাদবদের ভারতীয় দল। টি-টোয়েন্টির ছন্দে খেলোয়াড়রা নিজেদের মেলে ধরতে জানেন, আর সেটাই ভারতের ভরসার জায়গা।

অন্য দিকে, পাকিস্তানও নিজেদের আস্থায় ভর করে মাঠে নামতে প্রস্তুত। ওমানকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে সলমন আলি আঘার দল। যদিও ওমানের ব্যাটসম্যানরা মাত্র ৬৭ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল, পাকিস্তানের বোলাররা নিজেদের দায়িত্ব বেশ ভালোভাবেই পালন করেছেন। ১৬০ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করা ওমানের কাছে কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে ৯৩ রানের বড় ব্যবধানে জয় পেয়ে পাকিস্তান আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। সেই আত্মবিশ্বাসের রেশ টেনে পাক অধিনায়ক স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'আমরা যে কোনও দলকে হারাতে পারি।' সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তান আফগানিস্তান ও সংফু আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ত্রিদেশীয় সিরিজ জিতেছে। তাই তারা মনে করছে, নিজেদের সেরা দিনে ভারতকেও হারানোর ক্ষমতা তাদের আছে। তবে ভারতের বিপক্ষে লড়াইটা নিঃসন্দেহে ওমান বা আফগানিস্তানের চেয়ে আলাদা হবে। ভারতের ব্যাটিং লাইন-আপ যেমন শক্তিশালী, তেমন বোলিং আক্রমণও বৈচিত্র্যময়। সূর্যকুমার যাদব, শুভমন গিল, অভিষেক শর্মা কিংবা হার্দিক পান্ডিয়ার মতো ব্যাটসম্যানরা ম্যাচের গতিপথ বদলে দিতে পারেন যে কোনও মুহূর্তে। অন্য দিকে বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ ও চাহালরা বোলিং বিভাগকে বাড়তি ধার জোগাচ্ছেন।

তবে ভারতীয় শিবিরে কোনও রকম বাড়তি চাপ নেই। পাক ম্যাচ নিয়ে যখন নানা জল্পনা, তখন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তাদের ফোকাস শুধুই খেলা। ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকও সাফ জানিয়েছেন, 'আমরা শুধু মাঠে পারফর্ম করার কথা ভাবছি। বোর্ড সরকারের নির্দেশ মতো চলছে, বাকিটা আমাদের ভাবনার বিষয় নয়। ভারত-পাক ম্যাচ সবসময়ই ইন্টারেস্টিং হয়, এবারও হবে।' এই মনোভাবই ভারতীয় দলের বড় শক্তি। প্রতিপক্ষ যতই হুঙ্কার দিক না কেন, ভারতীয় শিবির শান্ত থেকে নিজেদের ক্রিকেট খেলতে চায়। পাকিস্তানের জন্য ম্যাচটা মর্যাদার হলেও ভারতের কাছে এটি আর পাঁচটা ম্যাচের মতোই। তবে বাস্তবে এই ম্যাচের আবেগ, উন্মাদনা ও চাপ অন্য সব কিছুকে ছাপিয়ে যায়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০১/০৯/২০২৫ তারিখে S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Chhanda Das D/o. Sahadeb Dey নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Suhana Mondal নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম-পদবী

গত ০১/০৯/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sandhya Malik D/o. Sudhir Malik নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rijiya Begam W/o. Sekh Nurel Islam নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৯/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ১৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Moumita Bera D/o. Sukumar Bera নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Moumita Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৯/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৭৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Mahfuz Alam Sarkar S/o. Sk Nazrul Islam Sarkar, সাং ইটাচুনা ধামাসিন, ইটাচুনা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৭, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (974 dated 10/08/2001) আমার সঠিক নাম Sk Mahfuz Alam Sarkar-এর পরিবর্তে Mahfuj Alam Sarkar লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Sk Mahfuz Alam Sarkar & Mahfuj Alam Sarkar S/o. Sk Nazrul Islam Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৯/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৭৫৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Foziya Anjum D/o. Sheikh Bilal Hussain, সাং কালিসান্ডা (পূর্ব পাড়া), পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সঠিক নাম Foziya Anjum-এর পরিবর্তে আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (919 dated 10/07/2003) Fawzia Anjum ও আমার আধার কার্ডে (xxxx xxxx 6324) Fouziya Shaikh লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Foziya Anjum & Fawzia Anjum & Fouziya Shaikh D/o. Sheikh Bilal Hussain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৯/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৭৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Napisa Yeasmin W/o. Sheikh Billal Hussain সাং কালিসান্ডা (পূর্ব পাড়া), পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (634 dated 10/05/2007) পুত্রের সঠিক নাম Faiz Hussain-এর পরিবর্তে Sk Fayez Hossain লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পুত্র Faiz Hussain & Sk Fayez Hossain S/o. Sheikh Billal Hussain (Father) & Napisa Yeasmin (Mother) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

CHANGE OF NAME

1, **Golam Kibria** S/O Late Abdul Gofur, residing at Vill- Natungram, P.O.- Belai, P.S.-Nanoor, Dist- Birbhum, West Bengal, Pin-731215, do hereby declare that in my Union Bank Account no. 48290201001247 my name wrongly written **"Golam Kibriya Sekh"** S/o Abdul Gafur Sekh instead of my actual name **"Golam Kibria"** S/O. Abdul Gofur. **"Golam Kibriya Sekh"** S/o Abdul Gafur Sekh and **"Golam Kibria"** S/O. Abdul Gofur is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Sub-Divisional executive Magistrate Court Berhampore, Murshidabad dt. 30.07.2025.

নাম-পদবী

আমি Partha Ray পিতা Narayan Chandra Ray গ্রাম ইকরা, থানা- সিউড়ি, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১১২৯ এর স্থায়ী বাসিন্দা। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স D.L.No.WB53 20010009917- এ ভুলবশত আমার নাম Partha Roy ও আমার বাবার নাম Narayan Ch. Roy হয়ে গেছে। Suri Birbhum 2nd Court Ld. First Class Judicial Magistrate এর Affidavit বলে আমি Partha Ray ও Partha Roy পিতা Narayan Chandra Ray এবং Narayan Ch. Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে ১১-০৯-২০২৫ তারিখ হতে পরিচিতি হইলাম।

॥ আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি, শ্রী কৃষ্ণ পোদ্দার ও আমার ভ্রাতা শ্রী নিত্য পোদ্দার উভয়ের পিতা – মৃত গৌর পোদ্দার, বিগত ইং ১৭ই মার্চ ২০০৬ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০২৭২৬ নং সাফ কোবালা দলিল, ০০০২৫ নং আমমোক্তার দলিল (৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০৩, A.D.S.R. বারাসাত অফিস) মূলে ১৫ ছটাক ১২ বর্গফুট জমি শ্রী নিখিল পাল, পিতা- মৃত নগেন্দ্র নাথ পাল এর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছি। যাহার মৌজা পানিহাড়া, জে.এল.নং ২৪, L.R. দাগ ১১১, বর্তমান L.R. খতিয়ান ২৭৮, ৪৭৬। উক্ত খতিয়ান হইতে ও MN/2025/1503/32387 MN/2025/1503/32397 নং মিউটেশন কেস মূলে আমাদের নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি। উক্ত কেসে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন।

কৃষ্ণ পোদ্দার, নিত্য পোদ্দার
পানিহাড়া

॥ আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি, শ্রীমতি শিখা -বেরা, স্বামী – শ্রী নিত্য গোপাল বেরা, বিগত ইং ১০ই মার্চ ২০১০ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০১৮৬২ নং সাফ কোবালা দলিল, নরেন্দ্র নাথ সাধু, পিতা- মৃত সুবল চন্দ্র সাধু এর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছি। উক্ত নরেন্দ্র নাথ সাধু বিগত ইং ৬ই মার্চ ২০০৭ সালে -A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০০৬৮৫ নং সাফ কোবালা দলিল, ০০১৬০ নং আমমোক্তার দলিল মূলে ০২ কাঠা জমি শ্রী বিশ্বজিৎ পাল, পিতা – মৃত ইন্দ্রজিৎ পাল ও শ্রী মলয় ভদ্র, পিতা – শ্রী সুভাষ ভদ্র এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। যাহার মৌজা উদয়রাজপুর, জে.এল.নং ৪৩, R.S. দাগ ৮১ তথা L.R. দাগ ২২৪, বর্তমান L.R. খতিয়ান ১০২৩। উক্ত খতিয়ান হইতে MN/2025/1503/33019 নং মিউটেশন কেস মূলে আমার নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি। উক্ত কেসে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন।

শিখা বেরা
উদয়রাজপুর

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

// জেলা- হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, মোকাম চুঁচুড়া //
২০২৪ সালের ৯৩ নং এ্যাক্ট-৩৯ মোকর্দ্দমা
দরখাস্তকারী :- শ্রী প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, পিতা- ৺কান্তি ভূষন চট্টোপাধ্যায়, সাকিম- ৪৮ মহাকালীতলা লেন, পো:-বাঁশবেড়িয়া, থানা- মগরা, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৫০২

(বনাম)

১) শ্রী প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায়, ২) শ্রী প্রনব কুমার চট্টোপাধ্যায়, উভয়ের পিতা ৺কান্তি ভূষন চট্টোপাধ্যায় **৩) শ্রীমতী আল্পনা চট্টোপাধ্যায়,** পিতা ৺কান্তি ভূষন চট্টোপাধ্যায়, ১ নাগাইদ ৩নং সাকিম- ৪৮ মহাকালীতলা লেন, পো:-বাঁশবেড়িয়া, থানা-মগরা, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৫০২ **৪) শ্রীমতী পদ্মরানী সিন্‌হা, ওরফে পদ্ম সিন্‌হা,** স্বামী- শ্রী ভবানী প্রসাদ সিন্‌হা, সাকিম সেক্টর-৮৬ পি এইচ-২ পোঃ-সেক্টর–৩৭, থানা-সেক্টর- ৩৯, গৌতমবুদ্ধ নগর, উত্তর প্রদেশ-২০১৩০১ **৫) শ্রীমতী কল্পনা হালদার ওরফে সোনালী হালদার,** স্বামী- ৺অশোক কুমার হালদার, সাকিম- গোখনা, পোঃ- গোখনা, থানা- বাদুরিয়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং- ৭৪৩২৯৩ ......**প্রতিপক্ষ গণ**

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উপরি উক্ত দরখাস্তকারী অধুনা মৃত **অন্নপূর্ণা দেবী ওরফে অন্নপূর্ণা দেবী চট্টোপাধ্যায়,** স্বামী - ৺কান্তি ভূষন চট্টোপাধ্যায়, সাকিম- ৪৮ মহাকালীতলা লেন, পো:-বাঁশবেড়িয়া, থানা-মগরা, জেলা- হুগলীর এর দ্বারা সম্পাদিত নিম্ন তপশীলে বিশদ ভাবে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে ইংরাজী- ০১/৮/২০১৭ তারিখ তথা বাংলার ১৪২৪ সনের -২২ শে শ্রাবন দিবসে সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রীকৃত উইলের প্রবেট, লইবার প্রার্থনায় উপরি লিখিত মোকর্দ্দমা উপরি লিখিত আদালতে দাখিল করিয়াছেন। উক্ত প্রবেট পাইবার প্রার্থনায় উপরি লিখিত মোকর্দ্দমার বিষয় সমূহ সম্পর্কে যদি কাহারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকে সেক্ষেত্রে তিনি অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরিলিখিত আদালতে নিজে স্বয়ং হাজির হইয়া বা তাহার দ্বারা মনোনীত ও নিযুক্তীয় উকিলবাবু দ্বারা হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমার আইনানুগ শুনানি হইবে।

// তপশীল সম্পত্তি //

জেলা-হুগলী, থানা-মগরা, জে.এল. নং- ৫৩, মৌজা- বাঁশবেড়িয়া, আর.এস. খতিয়ান নং- ১০০৭, আর.এস. দাগ নং- ১৫৯৮ তথা এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৭, এল.আর. দাগ নং- ২০১৭, বাস্তু সম্পত্তি পরিমান ০.১২১ একর মায় তদুপরিস্থিত একতল গৃহাদি যাহা বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং-৬, হোল্ডিং নং- ৪৮, মহল্ল্যা – মহাকালীতলা লেন স্থিত সম্পত্তি হইতেছে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
রুদ্র নারায়ন ভট্টাচার্য্য (উকিলবাবু)
আদালতের অনুমত্যানসারে :-
পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার),২৯/৮/২৫
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শ্রী **১)শ্রী বিজয় সাউ** পিতা বিশ্বনাথ সাউ, **২)শ্রী চন্দন কুমার সাউ** পিতা শিব শঙ্কর সাউ, **৩)শ্রী আশীষ সাউ** পিতা রাজেশ সাউ ওরফে শিব শঙ্কর সাউ, **৪)শ্রীমতী মিনা দেবী সাউ** স্বামী শিব শঙ্কর সাউ, **৫)শ্রীমতী অনিতা সাউ** পিতা বিশ্বনাথ সাউ, **৬)শ্রী সুরজ কুমার সাউ** পিতা শিব শঙ্কর সাউ, সকলের সাকিম ১১৬, এল.এন. আটা রোড, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৬/০৬/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00183/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী ওম প্রকাশ সাউ** পিতা জদু সাউ সাকিম ৭৯/২, বি.এম. রোড, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৯/০৭/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02269/2019 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী রাজকুমার সাহ** পিতা রাম বাবু সাহ সাকিম ২৫, জে.এন.এম. লেন, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়কে ১ কাঠা ৮ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত শ্রী রাজকুমার সাহ তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই বিগত ইং ১৭/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-00169/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী চিন্টু রায় ও ২)শ্রী ছট্টু রায়** উভয়ের পিতা ৺গজধর রায় ওরফে গদাধর রায়, উভয়ের সাকিম ৮/১, বি.এম.এম. লেন, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়কে কমবেশী ১২ ছটাক ও ২)I-00170/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী কালীচরণ রায় ও ২)শ্রী পিন্টু রায়** উভয়ের পিতা ৺গজধর রায় ওরফে গঙ্গাধর রায়, উভয়ের সাকিম ৮/১, বি.এম.এম. লেন, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়কে কমবেশী ১২ ছটাক, একুনে দুইটি বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা গৌরহাটী-চাঁপদানী, ২২১ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক ২৪১ নং তথা হাল এল.আর. ৯৯২৩, ৯৯২৪, ৯৯২৫, ৯৯২৬, ৯৯২৭ ও ৯৯২৮ নং খতিয়ানে, সাবেক ৪৬০৯ নং তথা হাল এল.আর. ৪৭১৫ নং দাগে, শালি জমি ১ কাঠা ৮ ছটাক সম্পত্তি দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে প্রতিটি কমবেশী ১২ ছটাক করিয়া দুইটি দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী চিন্টু রায় ও ২)শ্রী ছট্টু রায়** উভয়ের পিতা ৺গজধর রায় ওরফে গদাধর রায়, এবং **৩)শ্রী কালীচরণ রায় ও ৪)শ্রী পিন্টু রায়** উভয়ের পিতা ৺গজধর রায় ওরফে গঙ্গাধর রায় তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **সিঙ্গুর অ্যাট মানকুন্ডু** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

Deo Kumar Prasad (Advocate), Chandernagore Court, Hooghly

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৪ ই সেপ্টেম্বর, ২৮ শে ভাদ্র। রবি বার। সপ্তমী অষ্টমী তিথি, জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টোত্তরী রবি র দশা, বিংশোত্তোরী চন্দ্র মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

শ্রী জিমুত বাহন পুজো। মা মাতঙ্গী দেবী আবির্ভাব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মন্ত্রীই ভুয়ো ভোটার! মনোজ তিওয়ারিকে নিশানা করে হাওড়া বিজেপির বিস্ফোরক অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: এসআইআর ও ভুয়ো ভোটার বিতর্কে যখন রাজ্য রাজনীতি টগবগ করছে, তখনই হাওড়ায় তোলপাড় তৈরি করল বিজেপির অভিযোগ। শনিবার হাওড়া জেলা বিজেপি নেতা ও রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাইয়ের নেতৃত্বে কর্মীরা তেলকল ঘাট রেল কোয়ার্টারে গিয়ে দাবি করেন; শিবপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি ভোটার তালিকায় একসঙ্গে দুই বিধানসভার নাম রেখেছেন।

উমেশ রাইয়ের বিস্ফোরক অভিযোগ, মনোজ তিওয়ারি কোনও সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি বিধায়ক এবং রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী। অথচ তিনি ১৭১, মধ্য হাওড়া বিধানসভার ১০২ নম্বর পার্টের ভোটার হিসেবেও নাম তুলেছেন এবং শিবপুর বিধানসভাতেও নাম রেখেছেন। তিনি যে বাড়িতে থাকেন না, সেখানে অন্য পরিবার থাকে। এটাই তার মনোনয়নে গোপন রাখা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। হাওড়ায় ৭৫ শতাংশ বিএলও মানুষের কাছে যায় না, তাই শহরে মৃত ভোটার আর ভুয়ো ভোটারের ছড়াছড়ি। এখানেই ছাপ্পা ভোটে নির্বাচন হয়।

বিজেপির দাবি, তেলকল ঘাটের ফ্ল্যাটে বহু বছর আগে মনোজের বাবা থাকতেন, যিনি প্রায় আট বছর আগে মারা গেছেন। সেই ফ্ল্যাট এখন অন্য পরিবার ব্যবহার করলেও মনোজ তিওয়ারি সেই ঠিকানা দিয়েই ভোটার তালিকায় নাম রেখেছেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা বিজেপি কর্মীদের ঘিরে ধরেন। শুরু হয় তুমুল বচসা ও পাল্টা স্লোগান। শাসক শিবিরের দাবি, মনোজ তিওয়ারির বেড়ে ওঠা এই কোয়ার্টারেই, বিজেপি মিথ্যা অভিযোগ ছড়াচ্ছে। মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির জবাব; নির্বাচনে লড়ার সময় আমি পুরনো ডকুমেন্ট দিয়েছিলাম বলে নাম রয়ে গেছে। এবারে আমি আমার নতুন ঠিকানা জমা দেব। বিজেপি স্পষ্ট জানিয়েছে, এই অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে জানানো হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ইস্যুতে হাওড়া থেকে রাজ্যজুড়ে নতুন করে তপ্ত হবে রাজনীতি।

পুজো কেনাকাটায় জমজমাট নিউ মার্কেটে যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা।

মালিকের গাফিলতিতে নলহাটির পাথর খাদানে ৬ জনের শ্রমিকের নির্মম মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদ জানাল এআইইউটিইউসি।

যাঁরা বিড়ি খেতে পেতেন না, তাঁরা এখন বিলাসবহুল জীবনযাপন করছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বামআমলে তৃণমূলের যারা বিড়ি খেতে পেতেন না। এখন তাঁরা বিলাসবহুল জীবনযাপন করছেন। শনিবার রাতে নৈহাটি গ্রামীণ মণ্ডলের কাঁচরাপাড়া কাঁপায় প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল নেতাদের এভাবেই তুলোধোনা করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে এদিন তিনি বলেন, আগে এখানকার তৃণমূলের নেতারা বিড়ি খেতে পেতেন না। যারা বীজপুর থানার দালালি করতেন। তাঁরা এখন বিলাসবহুল জীবনযাপন করছেন। তাঁর দাবি, বামআমলে কাঁপা-চাকলা অঞ্চলে তাঁর উপস্থিতি ছাড়া মিটিং করতে ভয় পেতেন তৎকালীন তৃণমূল নেতারা। শাসকদলকে নিশানা করে তিনি বলেন, একটা সময় তৃণমূলের ঝান্ডা কাঁধে নেওয়ার এখানে লোক ছিল না। কিন্তু লড়াই করে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ২০১১ সালে বামজমানা শেষ করা সম্ভব হয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, বামআমলে ৫৬ হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এটা বলেই তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর একটাও কারখানা খোলেনি। উল্টে পাড়ায় পাড়ায় জুয়া-সাট্টার ঠেক গজিয়ে উঠেছে। এক্সপ্রেসওয়ের ধারে বারের বাড়বাড়ন্ত চরমে। অপরদিকে বীজপুরের যুব নেতা সুদীপ্ত দাস মথুরা বিলের বর্তমান অবস্থা নিয়ে সুর চড়ালেন। তিনি বলেন, শিক্ষক

জগদীশ দাস ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু আজ তাঁর উত্তরসূরিরা অর্থাৎ মা-মাটি-মানুষের লোকেরা মথুরা বিল লুট করছে। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মথুরা বিলের মাটি কেটে লুট করা হচ্ছে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তাঁর দাবি, মথুরা বিল আর চাষযোগ্য নেই। ফলে এখানকার কৃষিজীবী এবং মৎস্যজীবীরা আজ বড্ড অসহায়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, নৈহাটি গ্রামীণ মণ্ডলের সভাপতি মানস পান্ডে, সন্তোষ রায় প্রমুখ।

‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর বিতর্কিত ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ ছবিটির বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হল। ‘খোলা হাওয়া’ নামের একটি সংগঠনের উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থাগারে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভাষা ভবনের প্রেক্ষাগৃহে এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন ছবির পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী ও অভিনেত্রী পল্লবী যোশী। বিজেপির রাজ্য নেতাদের কয়েকজন শো-তে হাজির ছিলেন। ট্রেলার লঞ্চের

সময় পুলিশি বাধার অভিজ্ঞতা থাকলেও এদিনের অনুষ্ঠানে কোনওরকম সমস্যা হয়নি। শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয় এই বিশেষ প্রদর্শনী। উল্লেখ্য, দেশের অধিকাংশ রাজ্যে মুক্তি পেলেও রাজ্যের কোনও প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়নি দ্য বেঙ্গল ফাইলস। সরকারি স্তরে কোনও নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও রাজ্যের হল বা মাল্টিপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ এই ছবি প্রদর্শনে রাজি না হওয়ায় মুক্তির দিন রাজ্যে একটিও শো হয়নি।

ছেলে ইউভানের ৫ বছরের জন্মদিন ধুমধাম করে পালন করলেন অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলি ও রাজ চক্রবর্তী।

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে সহপাঠী খুনে ধৃতের পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খুনের পর পালিয়েও শেষ রক্ষা হল না। পুলিশের জালে ধরা পড়ল দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে সহপাঠী খুনে মূল অভিযুক্ত নাবালক পড়ুয়া। সূত্র বলছে, খুনের পর বিহারে পালানোর ছক কষেছিল অভিযুক্ত পড়ুয়া। কিন্তু ঘটনার দিন রাতেই পুলিশ মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে অভিযুক্তকে হাওড়া স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার ধৃতকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। সূত্র বলছে, বাগবাজার হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র মৃত মনোজিৎ যাদবের বন্ধুত্ব ছিল অভিযুক্ত পড়ুয়ার সঙ্গে। কোচিং সেন্টারে এক ছাত্রীর সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল অভিযুক্ত একাদশ শ্রেণির ছাত্রের। প্রেমিকার সঙ্গে মনোজিতের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল অভিযুক্ত ছাত্র। আলাপের পর থেকে অভিযুক্তের প্রেমিকার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল মনোজিৎ। অভিযোগ, মেয়েটিকে

উত্যক্ত করত মনোজিৎ। উত্যক্ত করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও, তাতে কর্ণপাত করেনি মনোজিৎ। ঘটনার দিন দুপুরে মেয়েটিকে ঘিরেই দু'জনের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়েছিল বলেই সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে শুক্রবার ভরদুপুরে মনোজিৎ যাদবকে এলোপাথাড়ি ছুরির কোপ দেয় তাঁরই সহপাঠী। অন্য দুই সহপাঠী তৎক্ষণাৎ আক্রান্ত পড়ুয়া মনোজিৎ যাদবকে বরানগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। প্রসঙ্গত, শহরের অন্যতম লাইফ লাইন মেট্রো। সেই মেট্রোয় একজন পড়ুয়া ছুরি নিয়ে কীভাবে ঢুকল? আর নিরাপত্তারক্ষীরাই বা কী করছিলেন? তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

বিভিন্ন ভবন ও আবাসনের ছাদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার রুখতে নতুন নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের মরশুমে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা আটকাতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ভবন ও আবাসানের ছাদের অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক ব্যবহার রুখতে নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। কলকাতা পুরসভা বাদে রাজ্যের সমস্ত পুরসভার জন্যই এই নিয়ম কার্যকর হবে। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফে জারি করা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আবাসিক বা অআবাসিক; কোনও ভবনের ছাদে নতুন কাঠামো গড়ে তোলা যাবে না। ছাদকে সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে। ব্যক্তিগত মালিকানা বা রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। আবাসিক ভবনের ছাদে চলা ব্যবসা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আগের দেওয়া সমস্ত লাইসেন্স বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। লাইসেন্স প্রাপ্ত আবাসিক ভবনের ক্ষেত্রে কড়া শর্ত মেনে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ চালানো যাবে। ছাদের অর্ধেক খোলা রাখতে হবে, দুটি আলাদা সিঁড়ি দিয়ে সার্বক্ষণিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ছাদে অস্থায়ী বা স্থায়ী ছাউনি দেওয়া, দাহ্য আসবাব রাখা, খোলা আগুনে রান্না নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার রাখা যাবে না কেবল ইনডাকশন বা বৈদ্যুতিক ওভেন ব্যবহার করা যাবে। প্রতি ১০০ বর্গমিটারে দু'টি ফায়ার এক্সটিঙ্গুইশার রাখা এবং কোনও নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে ফায়ার সেফটি অডিট করানো বাধ্যতামূলক। সিসিটিভি নজরদারির লাইভ ফিড পুরসভা ও পুলিশ কন্ট্রোল রুমে পৌঁছতে হবে। বৈধ অগ্নি নিরাপত্তা শংসাপত্র, পুর দপ্তরের ছাড়পত্র ও বাড়তি ফি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, ছাদের রেলিং সর্বাধিক দেড় মিটার পর্যন্ত করা যাবে। ছাদের দশ মিটারের মধ্যে আবাসিক ব্লক থাকলে নতুন লাইসেন্স দেওয়া হবে না। আধা-আবাসিক ভবনে সকল মালিকের সম্মতি ছাড়া ছাদে ব্যবসা চালানো যাবে না। বিজ্ঞাপন-হোর্ডিং নিষিদ্ধ। ঐতিহ্যবাহী ভবনের ক্ষেত্রে আলাদা ছাড়পত্র লাগবে।

বউবাজার পুলিশের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: সারা বছরই মানুষের পাশে থাকেন কলকাতা পুরসভার ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা প্রিয়াঙ্কা সাহা। তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল সাহা। পুজোর সময় মানুষের ভোগান্তি যাতে চরমে না ওঠে, সে কারণেই পুজোর আগে রক্তদানের আর্জি জানালেন দু'জনেই। বউবাজার পুলিশের রক্তদান শিবিরে যোগ দেন প্রিয়াঙ্কা সাহা ও গোপাল সাহা। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা, বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য পুরসভার প্রতিনিধিরা।

যাত্রী সংখ্যায় ফের রেকর্ড, মেট্রো কর্তৃপক্ষের বিশেষ বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন কলকাত: মেট্রোতে যাত্রীসংখ্যার রেকর্ড ছুঁল নতুন উচ্চতা। শুক্রবার ১২ সেপ্টেম্বর মেট্রোয় যাত্রীসংখ্যা ছাড়াল ৭.৯৫ লক্ষ। এর মধ্যে ব্লু লাইনে একাই ৫.৭২ লক্ষ যাত্রী চলাচল করেছেন। গ্রিন লাইনে যাত্রীসংখ্যা ২.০৪ লক্ষ ছাড়িয়েছে। পার্পল ও অরেঞ্জ লাইনে যথাক্রমে ৭ হাজার এবং ৫৩০০ যাত্রী যাতায়াত করেছেন। ইয়েলো লাইনে যাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় ৭৩০০। সকাল ৯টা থেকে ১১টা এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত পিক আওয়ারে ব্লু লাইনে ট্রেন চালানো হয়েছে গড়ে ৫ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড থেকে ৬ মিনিট ১ সেকেন্ড ব্যবধানে। এই লাইনে ৯৭ শতাংশ পরিষেবা নির্ধারিত সময়সূচি মেনে চালানো হয়েছে। ইয়েলো লাইনে ১২ মিনিট অন্তর ট্রেন চলেছে। গ্রিন, পার্পল ও অরেঞ্জ; সব লাইনে বজায় রাখা হয়েছে ১০০ শতাংশ সময়নিষ্ঠা। দীর্ঘ সারি এড়াতে স্মার্ট কার্ড ও মোবাইল কিউআর টিকিট ব্যবহারের জন্য যাত্রীদের আবারও আহ্বান জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। বিশেষ প্রচার অভিযানে গত সাত দিনে বিক্রি হয়েছে ১৬,৩১৭টি নতুন স্মার্ট কার্ড। শনিবার ও আজ রবিবার ইয়েলো লাইনে নিয়মিত পরিষেবা চালু হয়েছে। শনিবার ৪৪টি ও রবিবার ৪০টি ট্রেন চলবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৮ ভাদ্র ১৪৩২ রবিবার

মেট্রোর উদ্যোগ

■ পুজোর ভিড় সামাল দিতে এবার আগেভাগেই কোমর বেঁধে নেমেছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। কবি সুভাষ স্টেশন দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত রেক ঘোরানোর ঝক্কি সামলাতে গিয়ে প্রতিদিন গড়ে কয়েক মিনিট সময় নষ্ট হচ্ছে। ফলে একদিকে ডাউন লাইনে বাফিং তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে আপ লাইনে বাড়ছে অপেক্ষার সময়। যাত্রীদের সেই দুর্ভোগ কাটাতেই নতুন পরিকল্পনা। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুজোর সময় বিশেষ পরিষেবা চালু রেখে ব্লু, ইয়েলো, গ্রিন ও পার্পল লাইনে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হবে। নতুন সময়সূচি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কয়েকটি ট্রেন টালিগঞ্জ বা মহানায়ক উত্তমকুমারে শেষ করে সেখানেই রেক ঘোরানো হবে। এতে কবি সুভাষে সময় অপচয় কমবে এবং ডাউন লাইনের পরিষেবা দ্রুত হবে। পাশাপাশি, টালিগঞ্জের পুরনো কারশেড ফের চালু হওয়ায় প্রয়োজনে অতিরিক্ত রেক নামানো যাবে। ব্যস্ত সময়ে পাঁচ মিনিট অন্তর এবং অন্যান্য সময় সাত মিনিট অন্তর ট্রেন চালানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। মেট্রোর আশা, এই উদ্যোগের ফলে পুজোর দিনে যাত্রী ভিড় সামলানো অনেক সহজ হবে এবং দৈনন্দিন যাত্রীদের ভোগান্তিও অনেকটাই কমবে।

উদ্ধার বৃদ্ধের দেহ

■ গল্ফগ্রিনে ৩০ নম্বর কলাবাগান লেনের বাড়ি থেকে বৃদ্ধের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। আর এই খুনের ঘটনায় সন্দেহের তালিকায় জামাই সঞ্জীব দাস। তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। বিয়ের ২০ দিনের মধ্যে টাকার জন্য স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে ওই সঞ্জীবের বিরুদ্ধে। প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন শুক্রবার রাতেও টাকা নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে বচসা হয়েছিল জামাইয়ের। মৃতের নাম সৌমিক কুমার গুপ্ত। বাড়ির উঠোন থেকে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। সূত্রের খবর, বৃদ্ধের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। স্থানীয় সূত্র মারফত আরও জানা যাচ্ছে, বৃদ্ধের বাড়িতেই তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে থাকত। মেয়ের ২০ দিন আগে বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর থেকেই মেয়ের বাড়িতে ঝামেলা লেগেই ছিল। জামাই প্রায়শই মেয়ের উপর অত্যাচার করত। মাঝেমাঝে শ্বশুরবাড়িতে এসেও ঝামেলা করত। শুক্রবার রাতেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। ব্যাপক চিৎকার-চেঁচামেচিও হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা পাশাপাশি এও জানান, ঝামেলার সময় ধাক্কা মেরে বৃদ্ধকে খাট থেকে ফেলে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই লালবাজারের হোমিসাইড শাখা এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছে। এদিন সকালে ১০০ ডায়ালের মাধ্যমেই পুলিশ ঘটনার কথা জানতে পারে। তারপরই ঘটনাস্থলে আসে। জামাইয়ের পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পরিবারের সদস্যদেরও।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

■ ফের বঙ্গোপসাগরে দানা বেঁধেছে নিম্নচাপ। এই প্রসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর বলছে, নিম্নচাপ একই জায়গায় অবস্থান করছে। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশা উপকূলে রয়েছে এই নিম্নচাপ। এই নিম্নচাপের সরাসরি কোনও প্রভাব আপাতত নেই বাংলায়। তবে এর হাত ধরে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে রাজ্যে। ফলে আদ্রর্তাজনিত অস্বস্তি বাড়তেই থাকবে। পাশাপাশি আবহাওয়া দপ্তর এও জানিয়েছে, মৌসুমি অক্ষরেখা সক্রিয় বাংলার ওপর। ফলে কলকাতা-সহ সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস চলছে। এর জেরে রবিবার উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, হাওড়া, হুগলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সোমবার ও মঙ্গলবারও রাজ্যের কমবেশি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গেও। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে সব জেলাতেই। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সতর্কতাও দেওয়া হয়েছে। ভারী বৃষ্টি চলবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে।

পুজোয় জননিরাপত্তার স্বার্থে কড়া ট্র্যাফিক নিয়ম কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজো ঘিরে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও জননিরাপত্তার স্বার্থে এবার আরও আগে থেকেই কড়া ট্রাফিক নিয়ম জারি করছে কলকাতা পুলিশ। পুলিশের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মহালয়ার দিন অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর ভোর ৩টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত বিশেষ বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে। ওই সময়ের মধ্যে অক্সিজেন, শাকসবজি, সিএনজি, ওষুধ, মাছ ও ফল বহনকারী গাড়ি ছাড়া অন্য কোনও পণ্যবাহী যানবাহন শহরে ঢুকতে পারবে না।

এখানেই শেষ নয়, এরপর ২৫ সেপ্টেম্বর, তৃতীয়া থেকেই কলকাতায় পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি হবে। সকাল ৬টা থেকে শুরু হয়ে ওইদিন মধ্যরাত পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এরপর প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ে এই নিয়ম কার্যকর হবে এবং গভীর রাত পর্যন্ত

বলবৎ থাকবে। পুলিশের মতে, গত কয়েক বছর ধরে প্যান্ডেল হপিং আগেভাগেই শুরু হয়ে যাচ্ছে। ফলে, তৃতীয়া থেকেই বিধিনিষেধ আরোপ করলে ভিড় নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে।

কলকাতার উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম ও শহরতলির গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে তৃতীয়া থেকে যান চলাচল বন্ধ থাকবে। বিকেল ৪টা থেকে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে।

এর মধ্যে রয়েছে উত্তর কলকাতার বি কে পাল অ্যাভিনিউ, মধ্য কলকাতার বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, দক্ষিণ কলকাতার একডালিয়া রোড, ডোভার লেন, হিন্দুস্থান রোড, রমণী চ্যাটার্জি রোড, দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার জেমস লং সরণি, ডায়মন্ড হারবার রোড ও রায় বাহাদুর রোড।

এরপরও নিরঞ্জন উপলক্ষে থাকবে নিষেধাজ্ঞা। ২ থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত বিসর্জনের দিনগুলিতে, শোভাযাত্রার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন গাড়ি শহরে ঢুকতে পারবে না। ওই সময় সকাল ৮টা থেকে ভোর ৫টার মধ্যে চলাচল বন্ধ থাকবে। অষ্টমী (৩০ সেপ্টেম্বর) ও দশমী (২ অক্টোবর) কালীঘাট মন্দিরে ভিড় সামলাতে হাজরা রোড, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট, সদানন্দ রোড ও কালীঘাট রোডে যান চলাচল বন্ধ থাকবে।

জগদ্দলের উচ্ছেগড়ে দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ধৃত ২

খুনের ঘটনার মাথা শওকত আলি: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল থানার উচ্ছেগড়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে কালভার্টের নীচ থেকে শনিবার সকালে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় ইমারত দ্রব্যের ব্যবসায়ী এদিন সকালে ঘটনাস্থলে এসে দেখেন চাপচাপ রক্ত পড়ে রয়েছে। এরপর তিনি পুলিশে খবর দেন। জগদ্দল এবং বাসুদেবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন কালভার্টের নীচে কুচরিপানার মধ্যে একজনের দেহ পড়ে রয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, ইট কিংবা ভারী কিছু বস্তু দিয়ে মাথায় আঘাত করে ওই ব্যক্তিকে মেরে কালভার্টের নীচে ফেলা হয়েছে। স্থানীয় ইমারত দ্রব্যের ব্যবসায়ী শুভঙ্কর মণ্ডল জানান, এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ তিনি দোকান খুলতে এসে দেখেন চাপচাপ রক্ত পড়ে রয়েছে। পাশেই জুতো পড়ে রয়েছে। পুলিশ এসে কালভার্টের নীচ থেকে একজনের দেহ উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম ইশতিয়াক কুরেশী ওরফে হীরা (৪৫)। তাঁর বাড়ি ভাটপাড়া থানার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মানিকপীরে। ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (নর্থ) গণেশ বিশ্বাস জানান, মৃতের এক আত্মীয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে রশিদ কলিম ওরফে পিন্টু এবং ঝন্টু মিস্ত্রি ওরফে মণ্ডলকে আটক করা

হয়েছে। কি কারণে এবং কিভাবে ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনা নিয়ে ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, মৃত ব্যক্তি হীরা কুরেশী কাঁকিনাড়ার মানিকপীরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। তিনি খাসির মাংসের ব্যবসা করতেন। পাশাপাশি তিনি টোটো চালাতেন। উপ-পুরপ্রধান আরও জানান, শুক্রবার রাত থেকে হীরা কুরেশী নিখোঁজ ছিলেন। এদিন সকালে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের পাশে নিকাশি নালা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তারও করেছে। এই ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'মরছে মুসলমান, 'মারছে মুসলমান। আর ব্যারাকপুরে মজা দেখছেন পার্থ ভৌমিক।' তিনি জানান, মানিকপীরে ভাড়ায় খাসির মাংসের দোকান ছিল হীরা কুরেশীর। চার বছর ধরে দোকান খালি করা নিয়ে হীরার সঙ্গে বাড়ির মালিকের ঝামেলা চলছিল। এই খুনের ঘটনায় পিন্টু ও ঝন্টুকে পুলিশ ধরেছে। তাঁর দাবি, আসলে এই ঘটনার মাথা তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের নেতা শওকত আলি। যিনি পার্থ ভৌমিক-সহ তৃণমূল নেতাদের বড় স্পন্সর। তিনি জানান, শওকত আলি পুরসভার ঠিকাদার এবং প্রমোটার। তাঁর অভিযোগ, শওকত আলি এঁদেরকে দিয়েই এই কাজটা করিয়েছে। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের আরও দাবি, কাঁকিনাড়ার মানিকপীর এবং নয়াবাজার জুড়ে বেআইনি নির্মাণ চলছে। পুরসভার বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন ছাড়াই নির্মাণ কার্য হচ্ছে। এতে পুরসভার কোনও আয় নেই। তাঁর অভিযোগ, বেআইনি নির্মাণ কার্যে যুক্ত সাহেব এবং কুরেশীরা। আর এঁদের ফাইন্যান্সার এই শওকত আলি। যদিও এই ঘটনায় পুলিশ শওকতকে ধরবে না। কারণ, ওকে পার্থ ভৌমিক ঠিক বাঁচিয়ে দেবে।

বাংলায় নাম ডিসপ্লে না করলে বাতিল করা হবে ট্রেড লাইসেন্স: ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সংস্থা যদি বাংলায় নাম ডিসপ্লে না করে, তাহলে তাদের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল হতে পারে। এমনই কড়া বার্তা দিলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। প্রসঙ্গত, পুরসভা গত ৩০ অগস্ট একটি নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছিল, ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে বাংলায় নাম ওপরের অংশে স্পষ্টভাবে থাকতে হবে। অন্যান্য ভাষায় নাম লেখার অনুমতি থাকলেও বাংলা বাধ্যতামূলক। মেয়র শুক্রবার জানান, যেহেতু ৩০ সেপ্টেম্বর অষ্টমীর দিন, তাই দুর্গাপুজোর সময় কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। তবে উৎসবের পরে আইন কার্যকর করা হবে। তিনি বলেন, 'যেসব দোকান ও প্রতিষ্ঠান বাংলায় নাম লেখেনি, তাদের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করব।'

তবে পুরসভার একাধিক কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন, কলকাতা পুর আইন সরাসরি সাইনবোর্ডে বাংলা ব্যবহার না করার কারণে ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করার ক্ষমতা দেয় কি না জানা নেই। একজন অফিসার জানান, আইন অনুযায়ী দোকান

মালিকরা কমিশনারের অনুমতি নিয়ে নামবোর্ড বসাতে পারেন এবং এ ক্ষেত্রে কোনও ফি দিতে হয় না। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান এই নিয়ম মানে না। ফলে, বাংলা সাইনবোর্ড না থাকলে অনুমতিই বাতিল করা হবে, যা ব্যবসায়ীদের বাধ্য করবে নির্দেশ মানতে। এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ এও স্পষ্ট করেছেন, যে এই পদক্ষেপ অন্য ভাষাকে অসম্মান করার উদ্দেশ্যে নয়। তাঁর কথায়, 'বাংলায় কথা বলার মানে এই নয় যে আমি হিন্দিকে অসম্মান করি।'

উল্লেখযোগ্যভাবে, বিজেপি শাসিত কয়েকটি রাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপর হামলার বিরুদ্ধে সম্প্রতি প্রতিবাদের আবহে এই সিদ্ধান্তকে অনেকেই তাৎপর্যপূর্ণ বলছেন। অনেক শহরবাসী নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন।

ব্যবসায়ীকে মারধর, চাঁদা আদায়ের ঘটনায় ফের তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তপসিয়ায় চাঁদার জুলুম। তৃণমূলের হাতে মার খেলেন তৃণমূল কর্মী। অর্থাৎ, ফের সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ শাসকদলে। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে এই মারধরের ছবি। অবিযোগ, ১০ হাজার টাকা চাঁদা চাওয়া হয়, ব্যবসায়ী অমিত সরকারের কাছে। কিন্তু তা দিতে না চাওয়ায় শুরু হয় ঝামেলা। এরপর বেধড়ক মারধরও করা হয়।

এই প্রসঙ্গে অমিত সরকারের অভিযোগ, আগে এক দফা চাঁদা চাওয়া হয়েছিল। তা তিনি দেবেনও বলেছিলেন। এরইমধ্যে অঙ্কটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তা নিয়েই ব্যাপক ঝামেলা হয়। অমিত জানান, 'আমার একটা ছোট সাইকেলের দোকান রয়েছে। আর একটা বাইকের সরঞ্জামের দোকান রয়েছে। সাইকেলের দোকানে তিন হাজার টাকা আর বাইকের দোকানে এক হাজার টাকা চাঁদা চাওয়া হয়েছে। চার হাজার টাকা আমার থেকে চাঁদা চাওয়া হয়েছে। প্রায় এক সপ্তাহ আগে বিল কেটেছিল। আমি বলেছিলাম দেব, পুজো তো এখনও অনেক বাকি আছে। এরইমধ্যে কালকে ওরা দোকানে এসে আমার ভাইকে বলে এখনই ১০ হাজার টাকা চাঁদা দিতে হবে। সেটা আমরা দিতে অস্বীকার করতেই এই ঘটনা।'

অমিতের দাবি, যাঁরা মারধর করেছেন তাঁরা সবাই তৃণমূলি। তিনি এও জানান, 'ওরা সদ্য তৃণমূলে যোগদান করেছে। আমি ২০১২ সাল থেকে তৃণমূল করছি। আমি পুরনো। অ্যাক্টিভভাবে তৃণমূল করছি। এরা ২০২২, ২০২৪ অবধি সক্রিয় ভাবে বিজেপি করত। এরা ১০-১২ দিন হয়েছে তৃণমূল করছে।'

এই ঘটনায় তপসিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অমিতের কথায়, হামলাকারীরা তৃণমূল আশ্রিত। যে ক্লাবের চাঁদার জন্য এই ঘটনা ঘটল, আগে সেখানকার সেক্রেটারি ছিলেন তিনি। কিন্তু পরে ক্লাব থেকে সরে আসেন। সূত্রে জানা গেছে, খবর পেয়েই ফোনের মাধ্যমে খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

পুলিশ পিকেট, ব্যারিকেডের মধ্যে ছন্দে ফিরছে গুলশান কলোনি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গুলশান কলোনি কেঁপে উঠেছিল গুলি আর বোমার শব্দে। এই ঘটনায় শুক্রবার লালবাজারের গোয়েন্দারা এন্টালি ও নারকেলডাঙা থানা এলাকা থেকে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তারও করে। উদ্ধার হয় দেশি আগ্নেয়াস্ত্র, একটি ৭ এমএম পিস্তল এবং চার রাউন্ড কার্তুজ। এই ঘটনার দু'দিনের মাথায় এই গুলশান কলোনি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে। শনিবার সেখানে চলে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিও।

এদিন সকাল থেকে পরিবহণও স্বাভাবিক। দোকানপাট খুলেছে। বিরিয়ানির দোকান ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রেখেছে পুলিশ। কলোনির অটোস্ট্যান্ডেও পুলিশ পিকেট রয়েছে। ফিরহাদ হাকিম জানান, এ ধরনের দুষ্কৃতীরাজ বন্ধ করতে পুলিশকে আরও শক্ত ও সক্রিয় হয়ে কাজ করতে হবে। তবে এলাকাবাসীর অভিযোগ ছিল, ওই অভিযুক্তই রাজনৈতিক মদতে তাণ্ডব চালাচ্ছিল। এ ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতর শুরু হয়েছে। গুলশান কলোনির এই ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে তিনি পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন।

বস্তুত, বৃহস্পতিবার আচমকাই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। সেই থেকেই গুলি চালাচালি শুরু হয়। মুহূর্তে দোকানপাট বন্ধ করে দেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। আতঙ্কে বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ করে দেন বাসিন্দারা। যদিও ঠিক কী কারণে গন্ডগোল শুরু হয়েছিল তা এখনও পরিষ্কার নয়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এলাকায় দখলদারি নিয়েই বিবাদ চরমে ওঠে। অন্যদিকে কেউ কেউ বলছেন, সংঘর্ষের পিছনে থাকতে পারে শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বও। পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। তবে গুলশন কলোনির মতো ঘিঞ্জি এলাকায় বারবার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লালবাজারের চিন্তা বাড়ছে। এর আগে কখনও দিনে দুপুরে ছুরি দিয়ে কোপানোর ঘটনা, কখনও আবার বোমা ও গুলি চালাচালির জন্য শিরোনামে এসেছে এই এলাকা। এমনকী ভিনরাজ্যের পুলিশের অভিযানে এখানে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদেরও ধরা হয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই ধৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করেছে। পাশাপাশি, কারা এই সংঘর্ষে আরও জড়িত, তার খোঁজ চলছে। যদিও মূল অভিযুক্ত 'মিনি ফিরোজ' এখনও অধরাই।

এবার দল নয়, গোটা বাংলার মানুষ নামবে রাস্তায়: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৬ বিধানসভা ভোটের আগেই স্লোগানের মোড় ঘুরিয়ে দিল বঙ্গ বিজেপি। এখন আর স্রেফ দল বনাম দল নয়; বিজেপি নেতাদের ভাষ্য, এবারের ভোট গণভোট। তৃণমূলের দুর্নীতি, কাটমানি, স্কুল নিয়োগ কেলেঙ্কারি আর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবার গোটা বাংলাই জেগে উঠবে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক্স-এ লিখেছেন; এ রাজ্যে সরকার নয়, চলছে 'দু'কান কাটা' তন্ত্র। মানুষের টাকায় তৈরি স্কুল-মাদ্রাসা থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত অফিস; সব জায়গাতেই দলীয় রং। এই

অন্যায় আর চলতে দেওয়া যাবে না।

রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার যোগ করেছেন, এবার তৃণমূলকে উৎখাত করবে বাংলার মানুষই। বিজেপি শুধু মঞ্চ দেবে, নেতৃত্ব দেবে, কিন্তু আন্দোলন হবে সর্বস্তরের মানুষের।

রাজনৈতিক মহলের বিশ্লেষণ; এই নতুন স্লোগান সরাসরি বাংলার সাধারণ ভোটারদের আবেগে হাত দেবে। বিজেপি চাইছে প্রচারের মঞ্চকে দলীয় থেকে গণআন্দোলনের রূপ দিতে, যাতে তৃণমূলের একক আধিপত্য ভেঙে যায়।

বাদামতলা আষাঢ় সংঘে চলছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। ছবি: অদিতি সাহা

দশমীর পর দু'সপ্তাহের মধ্যে পুরনো চেহারায় ফেরাতে হবে পার্কগুলিকে, নির্দেশ পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজো ঘিরে শহরের পার্কে পার্কে প্যান্ডেল তৈরির প্রস্তুতি একেবারে শেষ মুহূর্তে। এরপর সমস্যা তৈরি হয় অন্য জায়গায়। শারদোৎসব শেষ হলেও শহরের নানা প্রান্তে পার্কের চিত্র বদলায় না। দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল ভেঙে ফেলার কথা থাকলেও বহু পার্কে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে থেকে যায় বাঁশ-তাঁবুর কাঠামো। উত্তর কলকাতার জগৎ মুখার্জি পার্ক, কুমারটুলি পার্ক কিংবা দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্ক, খিদিরপুর ২৫ পল্লি, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার-একাধিক জায়গায় পুজো শেষে দীর্ঘদিন কাঠামো ফেলে রাখার অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয়দের ক্ষোভও প্রবল। কারণ উৎসব শেষ হয়ে গেলেও সাধারণ মানুষের জন্য পার্কের দরজা বন্ধ থাকে। ফলে

ভোরে হাঁটাহাঁটি, শিশুদের খেলা বা প্রবীণদের আড্ডা- সবই বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরেই এ নিয়ে অভিযোগ তুলছিলেন স্থানীয়রা। এবার সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কঠোর পথে হাঁটল কলকাতা পুরসভা। এই প্রসঙ্গেই পুরসভার নির্দেশ, বিজয়া দশমীর পর সর্বোচ্চ ১৪ দিনের মধ্যে পার্ক খালি করতেই হবে। নইলে কড়া শাস্তি।

মেয়র পারিষদ (উদ্যান) দেবাশিস কুমার স্পষ্ট জানান, 'পার্ক মানুষের সম্পদ। অনুমতি নিয়ে পুজো করা যাবে, কিন্তু সময়মতো তা ফেরাতেই হবে। নিয়ম না মানলে জরিমানা, প্রয়োজনে পুরসভা নিজেই কাঠামো ভেঙে সরাবে। খরচ গুনতে হবে আয়োজকদেরই।'

এর পাশাপাশি পুরসভার আশঙ্কা, সময়মতো দুর্গাপুজোর মণ্ডপ না খোলা হলে কালীপুজোর প্রস্তুতিও বিঘ্নিত হবে। তাই এবার কোনওরকম ছাড় নয়, দুই সপ্তাহের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নাগরিকদের একাংশ মনে করছেন, পুরসভার এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে প্রবীণদের হাঁটাহাঁটি থেকে শিশুদের খেলা, সব কিছুই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে। উৎসব হোক বা না হোক, শহরে পার্কের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই পুরসভার এই কড়া সিদ্ধান্তে স্বস্তি পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে আক্রমণ ব্রাত্য বসুর

অভিরূপ চক্রবর্তীকে সেন্সর করা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্তকে বেনজির আক্রমণ করতে দেখা গেল শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে। 'কাক ময়ূরের পুচ্ছ পরলেই ময়ূর হয় না' বলেও কটাক্ষও করতে দেখা যায় তাঁকে। এর পাশাপাশি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অভিরূপ চক্রবর্তীকে সেন্সর করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই ইস্যুতেও গর্জে উঠলেন ব্রাত্য। এই ঘটনায় 'প্রতিহিংসা' দেখছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। উল্লেখ্য, শান্তাকে আক্রমণ এই প্রথম নয়। এর আগে ব্রাত্য বসু উপাচার্যকে বলেছিলেন টুনটুনি-ময়না, এমনকী রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিশেষ স্নেহধন্য করেন বলেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি।

শনিবার অভিরূপকে সেন্সর করার বিষয়ে ব্রাত্য বলেন, 'আমি

জানি না ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে একজন ছাত্রকে এভাবে সেন্সর করা যায় কি না।' এরপর তাঁর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কিং বলছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় শেষ। তারপর ছাত্রদের ধরে ধরে টার্গেট করা, প্রতিহিংসা মেটানো, এটা ছাত্র সমাজের পক্ষে দুঃশিন্তা এবং কলঙ্কের। সে কেয়ার টেকার হোক বা যাই হোক।' এরই রেশ ধরে কাক-ময়ূরের প্রসঙ্গ টানেন তিনি।

প্রসঙ্গত, এই সংঘাতের আবহ তৈরি হয় পরীক্ষার তারিখ পিছনো নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরোধের পরও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিন পরীক্ষা পিছোননি শান্তা দত্ত। তারপরই তাঁর দিকে ধেয়ে আসে কটাক্ষের বান।

সম্পাদকীয়

সুপ্রিম নির্দেশে ‘খাঁচার পাখি’ সিবিআইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা কি আবার ফিরে আসবে?

সিবিআই বা ইডির মত কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির বিরুদ্ধে তদন্তে শৈথিল্য থেকে পক্ষপাতীত্বের অভিযোগ নতুন নয়। বিশেষ করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অহরহ এই অভিযোগ করে। সিবিআই তদন্ত শুরু হয় কিন্তু শেষ হয় না, এরকম উদাহরণও কম নয়। সেই সঙ্গে শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করার অভিযোগ তো আছেই। তাই এই সিবিআইকে একদা ‘খাঁচাবন্দি তোতাপাখি’ বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এবার এক মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়ে দিল, সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসাররাও তদন্তের বাইরে থাকতে পারেন না। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এই নির্দেশের পর কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরবে, এমনই আশা করছে সংশ্লিষ্টমহল। এ সংক্রান্ত এক মামলার পর্যবেক্ষণে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, তদন্তকারী আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও কখনও কখনও তদন্ত হওয়া উচিত। এতে সার্বিক ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা অটুট থাকে। দু’দশকের পুরনো একটি মামলায় শীর্ষ আদালত পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, প্রশাসনের উপর আম জনতার আস্থা বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাই যাঁরা তদন্ত করেন, তাঁদেরও এবার থেকে প্রয়োজনে তদন্তের আওতায় আনাটা জরুরি। প্রাক্তন পুলিশকর্তা তথা সিবিআই আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের সংক্রান্ত এক মামলার শুনানি হচ্ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পঙ্কজ মিথল এবং বিচারপতি পি বি ভারালের বেঞ্চে। দুই বিচারপতির বেঞ্চ বুঝিয়ে দিয়েছে, শুধু সুবিচার দিলেই হবে না। আইনব্যবস্থা যে কাজ করছে, মানুষ যেন তা বুঝতে পারে ঘটনাপ্রবাহ দেখে। সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন তুলেছে, ২০০১ সালে অভিযোগ ওঠার পরে দু’দশকেরও বেশি সময় কেটে গেলেও কেন তদন্ত শুরু হয়নি এখনও? অভিযুক্ত হিসেবে সিবিআই আধিকারিকরা থাকার কারণেই পুলিশ এফআইআরে গড়িমসি করেছে বলে মনে করছে শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ। সেই কারণে পুলিশকে ভর্ৎসনাও করেছে আদালত। তবে যে মামলাতেই হোক, শীর্ষ আদালত সমস্যার মূলে গিয়ে তার পর্যবেক্ষণটি জানিয়েছেন তা স্পষ্ট। সবমিলিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সিগুলোর প্রতি শীর্ষ আদালতের এই কড়া বার্তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

শব্দবাণ-৩৮৮

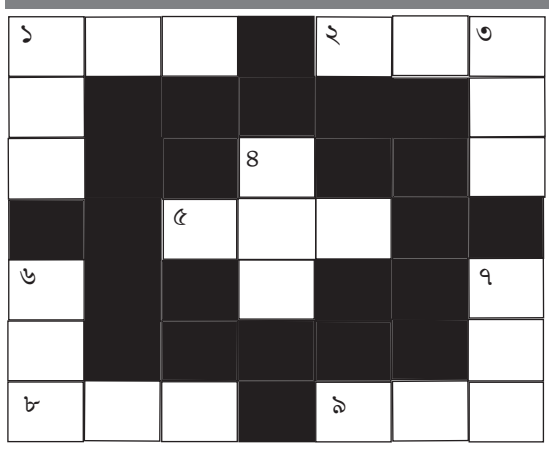

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বস্ত্র, বসন ২. গৃহ, মহল ৫. খনার যা বিখ্যাত ৮. রান্না ৯. গোড়ায়—।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বাংলা বছরের সপ্তম মাস ৩. আসল নয়, মেকি ৪. চোখ, নেত্র ৬. জবাব ৭. স্বাস্থই—।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৮৭

পাশাপাশি: ১. ছোটোহাজারি ৪. হাট ৫. কলমা ৭. লড়াই ৯. দয়া ১১. রাজকুমার।

উপর-নীচ: ১. ছোটলোক ২. হাল ৩.রিহার্সাল ৬. মাতোয়ারা ৮. ইন্দিবর ১০. অকু।

জন্মদিন

আজকের দিন

তথাগত রায়

১৯২৩ *আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ রামজেঠমালানির জন্মদিন।*
১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তথাগত রায়ের জন্মদিন।*
১৯৬৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রবিন সিংয়ের জন্মদিন।*

‘হুলিগানইজম’

সাহসের ছোঁয়া আছে, ধরা নেই!

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

ব্যান্ড স্ট্রম হয়ে গেল। মানে কলকাতায় একটি ব্যান্ড গানের আসর। প্রায় তথাকথিত সমস্ত প্রথিতযশা ব্যান্ডের দল সেখানে পারফরমেন্স করেছে। হ্যাঁ, চুল ওয়ালা থেকে চুল তোলা সবাই। কিন্তু তার মধ্যে থেকে আলাদা করে নজর কেড়ে নিলো গানের ‘হুলিগানইজম ‘ ব্যান্ডের দল। যার মূল কান্ডারী অনির্বাণ ভট্টাচার্য, দেবরাজ ভট্টাচার্য রা। এই সেই অনির্বাণ যে কিনা বহু বছর আগে কোনো এক জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলের ‘ অপুর পাঁচালি ‘ তে তার সঙ্গে থাকা তাবড় অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে জানিয়ে দিয়েছিলেন-- আমি এসে গেছি। না, পেছন ফিরে আর তাকাতে হয়নি তখনকার অভিনীত সেই কবি চরিত্রটিকে। নাটক থেকে উঠে আসা ব্যক্তিদের সিনেমায় নামতে হয়। দেব,জিৎ, সোহম,অঙ্কুশদের দাপাদাপিতে আমাদের কোথাও মনে হয়েছিল আর শুধু একটু নাচতে জানলেই হবে। বড় মাঠের প্লেয়ার তার আঁচ আমরা আগেই পেয়েছি। অনেক গোয়েন্দা কার্যকলাপে আবিরকে টপকে যখন সাহসী ভূমিকায় তখন ডিরেক্টরদের আরেকটি পয়সা উসুল রসদ হলো নায়ক অনির্বাণ। সুতরাং চাহিদা তুঙ্গে হবে তা তো স্বাভাবিক। বেশ চলছিল। এরপর যা হয় আরকি! চলে এলো রাজনীতি। এই তুখোড় অভিনেতা আবার বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ। না, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং তাকে সমস্ত জায়গায় স্টেটমেন্টে থাকতে হবে। এতেই হলো কাল! অবশ্য ততক্ষণে অনির্বাণ কোনো এক গানের রিয়ালিটি শোয়ের জনপ্রিয় অ্যাংকর। জানা গেলো তিনি গান ও জানেন। গলায় সুরও আছে। এই অবধি ঠিকঠাক।

অনির্বাণ তুখোড় অভিনেতা এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ওইযে বললাম সঙ্গে আবার একটু বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ। ব্যস, সেটাই হলো কাল! তাকে তো কিছুক্ষেত্রে সামাজিক বিষয়ে থাকতেই হবে। হলো ও তাই। কিছুদিন পরেই স্যোশাল মিডিয়াতে জানতে পারলাম অনির্বাণ আর নেই। কোথাও জানতে পারলাম অনির্বাণ না বলার দেশে পাড়ি দিয়েছে। হতবাক হওয়ারই কথা! এতো কম বয়সে চলে গেলো তা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিল তখন। পরে যখন ভালো করে নিউজ এ মন দিয়েছিলাম জানতে পেরেছিলাম যে অনির্বাণ অভয়া এর উপর কোনো বক্তব্য রাখেন নি। অনির্বাণ কে পরমব্রত হিসাবেই দেখতে চেয়েছিলো মানুষ। কিন্তু তা তো হয়নি। অনির্বাণ বুঝে গেছিল ওই হাঁটাহাঁটি করে কোনো লাভ নেই। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। অনেক দূরদর্শী তিনি। ওদিকে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় মাত করছে অভয়া র বিচার চেয়ে। তারপর চলে আসে টেলিভিশন বিতর্ক। সুতরাং অনির্বাণ বয়কট। এমন সময় কি করবে অনির্বাণ?

না, অনির্বাণের হাতে আরও অস্ত্র আছে। আছে তার গান। সুতরাং এবার তার গানে মাতা। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন তার ইন্সপ্রিয়েশন অঞ্জন দত্ত থেকে ‘ ফসিলস্ ‘ হয়ে ‘ফকিরা ‘। রাতের পর রাত তাদের ঘুম কেড়ে নেওয়া সেই সব গান। তাদের গুলে খাওয়া মানে আত্তীকরণ করে জন্ম হয় অনির্বাণ। সুতরাং কেমন হবে’ হুলিগানইজম ‘ তা তো সহজেই অনুমেয়।

হাতে জন্য কাজ নেই বলে নাকি এই আয়োজন। ছেলেটার সাহস আছে বলতে হবে। এমনটাই বলছে সোস্যাল মিডিয়া। গানের শুরুটা হয়েছে এস আই আর দিয়ে। এস আই আর এর নাকি ঝাড়াই বাছাই চলছে। এরপর এসেছে প্রধান মন্ত্রীর টেনশন ও পেনশনের কথাও। এসেছে তিন ঘোষের কথা। এসেছে গান বাজনা ছেড়ে প্রমোটারি,বড় গাড়ি, ইলেকশনের মেজাজ বুঝে অন্য দলে যাওয়ার প্রসঙ্গ। তারপরেই এসেছে তাদের গানের কথায় গান গাইতে এসে অন্য কিচ্ছু বলাতে রেগে যাওয়ার প্রসঙ্গ। বলেছেন কুণাল ঘোষের নাম। এরপর এসেছে রোমান্টিক বিরোধী নেতা দিলীপ ঘোষের কথা। এসেছে গয়নার দোকান তুলে নিয়ে ওনার বলা গরুর দুধে সোনা বলা সেই পুরোনো কথাও। এরপর তৃতীয় ঘোষ শতরূপ এলো । বাড়ি, পার্টি অফিস, টিভি চ্যানেল অনেক হাঁটাহাঁটির জন্যে উনি একটি বিশাল গাড়ি কিনেছেন এই ফেসবুকের জনপ্রিয় মুখ শতরূপ। এসেছে হিন্দু রাষ্ট্রের কথা। এসেছে এ আই এর কথা। প্রেমিকা পাওয়া রোবট এ আই এ পাওয়া গেলেও মা কি পাওয়া যাবে এ আই এর টেকনোলজির দৌলতে? -- এই প্রশ্ন এসেছে। মসজিদের নিচে মন্দির নাকি মন্দিরের নিচে কবর কোনটা কখন কবে আগে না পরে তার কথাও আছে তার গানে। তা সত্ত্বেও আমার দেশকে টেকনোলজির জন্যে ভারত আবার জগত সভার শ্রেষ্ঠ আসন নেবে মনে করার অদ্ভুত আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়ে হয়েছে সেই গানে। বলা হয়েছে বাম সরকারের কথা। তারা কেমন হিরো মনে করে আজ জিরো হয়ে বসে আছে। আর বলা আছে কুকুর বেড়ালের আধার কার্ডের কথাও। মানে সদ্য সুপ্রিম কোর্টের কথাও। গানের কথায় --- ‘মরুক, মরুক মরুক;শুকনো পাতা ঝরুক, মরে যাক....!’

এইবার বিতর্কের কথা-- তাতে আসা যাক। অনির্বাণ যদি সাহসী হতো তবে কিছু মতের বিরুদ্ধে তার নিজস্ব মত থাকতো। সে তো তৃণমূল, বিজেপি, বাম সবারই কথা বলেছেন। যদি তার কোনো পক্ষকে খারাপ মনে হতো অন্য পক্ষকে সাপোর্ট দিত। মানছি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত, পারদর্শী, এবং একটি অরাজনৈতিক ব্যক্তির এমন কথা বলার যতেষ্ট সাহস থাকা দরকার। অনির্বাণের তা আছে। কিন্তু তিনি টিএমসি, বিজেপি নাকি সিপিএমের সমর্থক বা কোন দলকে তার পছন্দ না তো বোঝা গেলো না! তিনি কি সুন্দরভাবে তোলাবাজের কথা বললেন- প্রমোটারি, বড় গাড়ি কিম্বা সুযোগ বুঝে দল পরিবর্তন করার কথাও। এটা যদি সত্যি হবে তবে কেনো তিনি এসব কথা শুনলে রেগে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন শাসক দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এর প্রসঙ্গে। তবে কি এখানে কোনো ভয় কাজ করছে এই বয়কটি ছেলেটির। সবাই ঠিক না ভুল তা বলার সাহস তার নেই ? বা বলতে চাইছেন না। তাই তিনি কি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মোদি জির সম্পর্কে। মানে তিনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধেও তার ভয় সুস্পষ্ট। তাই কি তিনি দ্বিতীয় ঘোষ মানে দিলিপ ঘোষ সম্পর্কে জাস্ট রোমান্টিসিজমের কথা বললেন এবং কোন কালে বলা গরুর দুধে সোনা বলার কথা বলে জাস্ট পাস খেললেন। আর বামফ্রন্ট জিরো বলে কি অনেক কথা বলা যায়? শতরূপ ওদের মুখ। মীনাক্ষী বা দীপ্সিতারাও ওদের মুখ। কিন্তু শতরূপ ওদের ফেস বুক। সাথে আবার পদবী ঘোষ। তাই কি তার সম্পর্কে বলাটা খুব সহজ। দামী গাড়ি কি তার থাকতে নেই? আর কুকুরের নাম হিরো বলতে তাদের ঔদ্ধত্য বোঝানো হয়েছে। তাদের পতন বোঝানো হয়েছে। এই অবধি ঠিকঠাক। কিন্তু তারপর?

তারপর কিন্তু তার গানে আছে ভয়ংকর কথা। নিছক মজা কিম্বা প্যারোডি কিন্তু মারাত্মক আকার নিলো হিন্দু রাষ্ট্রের কথাটা বলা যাবে না। তিনি মন্দিরের নিচে কবর নাকি মসজিদের নিচের মন্দির এর ব্যঞ্জনায় মারাত্মক ভুল করে বসলেন। আমাদের হিন্দু ধর্ম কিন্তু এত পলকা নয়। এটা কিন্তু কোনো হিন্দু সহ্য করে নেবে না। অনির্বাণের ‘ট্য বেঙ্গল ফাইলস ‘ নিয়ে বিতর্কের কথা কিন্তু অজানা নয়। তবে কেনো হিন্দু ধর্ম নিয়ে কথা! তুমি ব্যক্তি আক্রমণ করতেই পারো মজার ছলে তাই বলে ধর্ম আক্রমণ করতে পারো না কোনো ভাবেই। এখানে অনির্বাণ পুরো শুন্য। জানি না এরপর তার কপালে কি নাচছে। তুমি জনপ্রিয়তা চাও তবে তুমি ততটাই মজা করো যেখানে কোনো ভয়ানক কিছু বিতর্কের অবকাশ না থাকে। আমরা তো মনে উনি জেনেই এটা করেছেন। উনি যেটা করেছেন মানে গেয়েছেন তাতে কাউকেই তেমন ভালো চোখে দেখেন নি। একটা দেশ রাষ্ট্র বা ধর্ম নিয়ে বলতে গেলে অনেক অনেক ভাবনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। উনি সেটা করেন নি। হ্যাঁ, জেনে বুঝেই করেন নি।

তবে হুলিগানইজম জনপ্রিয় হয়েছে। নেট দুনিয়ায় আঁচড়ে পড়েছেন অনির্বাণ ও তার দল। তিনি স্বার্থক হয়েছেন। যারা সমালোচনা করছেন তার গানে চাকরি হারারা কোথায়? তিলোত্তমা থেকে তামান্না কোথায় তাদের সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। কারণ তার চলাতে অনেক কিছু বাকি আছে। সবে তো শুরু। আর একটা পাঁচ মিনিটের গানে আর কতই বা কথা বলা যায়! তবে যারা তার গানে বাজনায় সঙ্গ দিয়েছেন তারও অসম্ভব বাজিয়েছেন,সুর দিয়েছেন। বোঝা গেলো একটা একরাশ ট্যালেন্ট ভালো প্রেজেন্টেশনে আঁচড়ে পড়লো, কিভাবে ভাইরাল হলো গোটা সমাজে। না, এমনি এমনি সেটা হয় না। অনেক পরিশ্রম একসঙ্গে সাকসেস হলে এটা হয়। হয়তো এর মূল মাথা অনির্বাণ জেনেবুঝে এটা করেছেন। আপামর সাপোর্ট পাওয়ার জন্যে। কিন্তু ভুল তো অন্য জায়গায় হলো যে অনির্বাণ পক্ষ বিপক্ষ সকলকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। এখন ওনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে কি করলে ঠিকঠাক হতো ? তবে কি উনি উত্তর দিতে পারবেন! উত্তরে হয়তো উনি বলবেন জাস্ট মজার জন্যে আমি অনেক কথা বলেছি। কিন্তু না,হাস্যরস আলাদা বিষয়। তাতে নিপাট কোনো পরিকল্পিত কৌশল থাকে না বা যা উস্কে অনেক দিন ভাঙ্গানো যায়।

এখানে ওনার ভুল। আমাদের এখানে কোনো ব্যক্তি নিরপেক্ষ নয়। শুন্য পাওয়া রাজনীতির দলকে খুব সহজে তাদের ঔদ্ধত্য প্রকাশের কথা বলা যায় তাইনা অনির্বাণ বাবু? আপনি খুব বুদ্ধিমান। আর বাকি সকলকে কিভাবে খুব বোকা ভেবে নিলেন অতি সহজে! আপনার অনেক কিছু বলার ক্ষমতা ছিল। আপনি সেটা কিন্তু করেন নি। কোথায় যেনো আপনার শিখরটা বাঁধাই আছে। আর আছে সাহসের অভাব। নইলে নচিকেতার এক কণা আপনি পারেননি। আপনি যেটা করেছেন সেখানে ম্যাসেজের আভাস আছে, মোটেই নাগাল নেই। আপনার সাহস আছে কিন্তু কোথায় যেনো কোনো অজানা আশঙ্কা আপনাকে দিয়ে বলাতে পারল না অনেক কথা বা আপনার জানা অথচ না বলা অনেক অনেক সত্য কথা। মানে ছোঁয়া হলো, ধরা হলো না! তাই না?

শাহ আবদুল করিম: যার গানে উঠে এসেছে সমাজের অন্তর্গত কান্না

এস ডি সুব্রত

বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিমের গানে উঠে এসেছে অন্তর্গত কান্না , অতি সাধারণ জীবনবোধ । হাওরের অথৈ জলরাশির নান্দনিক ছোঁয়া আর বিস্তৃত মাঠভরা সোনার ধানের গন্ধে বেড়ে উঠেছেন বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিম ।গান তার আত্মার খোড়াক । তার গান মানুষকে নিয়ে যায় ভাব সমুদ্রে ,এক অন্তর্নিহিত জগতে । নাড়া দেয় মানুষের অন্তরাত্মায় । মানুষ কে নিয়ে যায় জাগতিক ভাবনা ছাড়িয়ে অন্তর্লোকে । তার মনকাড়া হৃদয় ছোঁয়া গান এপার বাংলা ওপার বাংলা দুই বাংলা ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে বিশ্ব দরবারে । সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার তাড়ল ইউনিয়নের ধল আশ্রম গ্রামে ১৯১৬ খ্রি. এর ১৫ ফেব্রুয়ারি (বাংলা ১৩২২ সালের ফাল্গুন মাসের প্রথম মঙ্গলবার) জন্ম গ্রহন করেন বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম । পিতার নাম ইব্রাহিম আলী এবং মাতার নাম নাইওরজান বিবি । পরবর্তীতে ধল আশ্রম এর পার্শ্ববর্তী উজান ধল গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন । নিজ গ্রামের নৈশ বিদ্যালয়ে মাত্র আট রাত্রি পড়াশোনা করেছেন তিনি । ছিলেন সংসারের বড় ছেলে । অভাবের সংসারে হাল ধরতে গিয়ে গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়িতে গরু রাখালের কাজ নেন। দিনে কাজ শেষে রাত্রিবেলায় বাউল গান আর যাত্রা পালা শুনতে যেতেন ।১৯৩০ সালের দিকে আব্দুল করিম লোকায়ত ধারার দিকে ধাবিত হন ।নসীব উল্লাহর কণ্ঠে বাউল গান শুনে কিশোর আব্দুল করিম বিমুগ্ধ হন এবং আস্তে আস্তে বাউল গানের ভুবনে জড়িয়ে পড়েন । সাধক করম উদ্দিন ও রশীদ উদ্দিন এর সান্নিধ্যে বাউলতত্ত্বে মনোনিবেশ করেন । বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রণ পেয়ে গান গাইতে যেতে থাকেন । আব্দুল করিম থেকে শাহ আব্দুল করিম হয়ে উঠেন মানুষের ভালবাসায় । বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মঞ্চে মরমী সাধক রশিদ উদ্দিন, দূর্বিন শাহ , কামাল উদ্দিন , উকিল মুন্সীসহ অন্যান্য মরমী সাধকদের গান গেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন শাহ আব্দুল করিম । ১৯৪৮ সালে বিয়ে করেন সরলাকে ।তার ছেলে বাউল নূর জালাল বাউল করেন । নিজেই গান লিখে গাইতে থাকেন শাহ আব্দুল করিম। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় গান গেয়ে গণজোয়ার সৃষ্টি করেন তিনি । মাওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ,শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার সাথে বিভিন্ন সভায় সফরসঙ্গী হয়ে গান গেয়ে আসর মাতিয়েছেন এবং নগদ অর্থ পুরস্কার পেয়েছেন বিভিন্ন সময়ে । যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে গানের প্রোগ্রাম করেছেন তিনি । পূর্ব পাকিস্তান বেতার ও সিলেট বেতারে গান গাইতেন । শাহ আব্দুল করিম জীবদ্দশায় পেয়েছেন একুশে পদক ২০০১ ,রাগিব রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার ২০০০, লেবাক এওয়ার্ড ২০০৩ , মেরিল প্রথম আলো আজীবন সম্মাননা ২০০৪, সিটিসেল চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড আজীবন সম্মাননা ২০০৫ সহ অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা । তার ছেলে শাহ নূর জালাল এর লেখা থেকে জানা যায় বাউল সম্রাট ছিলেন সহজ সরল ও মহৎ মনের অধিকারী । একবার এক সাংবাদিক বাউল সম্রাটকে যখন বলেছিলেন , অনেক শিল্পী আপনার গান গায় অথচ আপনার নাম ব্যবহার করেন না । এতে আপনার অনো কি ? তখন বাউল সম্রাট বলেছিলেন -- ক্ষ্ম করিম কইতো আছিল, রহিম কইছে; কউক, আমার দূঃখ নাই, আমি যাদের উদ্দেশ্যে লিখেছি তাদের কাছে তো আমার কথাটা পৌঁছল ।এতেই আমার শান্তি । ক্ষ্ম মরমী সাধক বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম ২০০৯ সালের ১২সেপ্টেম্বর সিলেটের নূরজাহান পলি ক্লিনিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । তাকে উজান ধল গ্রামের নিজ বাড়িতে সমাহিত করা হয় ।শাহ আব্দুল করিম অনেক জনপ্রিয় গানের অন্যতম একটি গান —‘আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম / গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান / মিলিয়া বাউলা গান ঘাটুগান গাইতাম।’ — এপার বাংলা ওপার বাংলা দুই বাংলা ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে।

‘কোন মেস্তরি নাও বানাইলো কেমন দেখা যায়
ঝিলমিল-ঝিলমিল করে রে ময়ুরপঙ্খি নায় ...’।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মালদায় আরজি করের জুনিয়র চিকিৎসক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কলকাতার আর জি করের মহিলা জুনিয়র চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা এখনও দগদগে। আর তারই মধ্যে এবার আর জি করের চিকিৎসক পড়ুয়া ছাত্রীর রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হলো মালদায়। মৃতের ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের মেয়েকে খাওয়ারে বিষ মিশিয়ে খুন করেছে চিকিৎসক পড়ুয়া প্রেমিক। শুক্রবার গভীর রাতে মালদা মেডিক্যাল কলেজ থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় ওই জুনিয়র চিকিৎসক ছাত্রীর। এরপর শনিবার দুপুরে মৃত ছাত্রীর পরিবার প্রেমিক উজ্জ্বল সোরেনের বিরুদ্ধে মালদার ইংরেজবাজার থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম অনিন্দিতা সোরেন (২৪)। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে। অনিন্দিতা কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী ছিল। ওই ছাত্রীর বাবা জোসেফ সোরেন বালুরঘাট গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার। মা আলপনা সোরেন গৃহবধূ। অনিন্দিতারা এক ভাই, এক বোন। সে ছিল বাড়ির ছোট। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে সেই অনিন্দিতার প্রেমিক উজ্জ্বল সোরেন মালদা মেডিক্যাল কলেজের ফাইনাল ইয়ারে পাঠরতা রয়েছে। তাঁর বাড়ি পুরুলিয়াতে। এদের দু'জনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই প্রেমের সম্পর্ক ছিল। মাঝে সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয় বলে অভিযোগ। গত সোমবার অনিন্দিতা কলকাতা থেকে মালদায় আসে। প্রেমিক উজ্জলের সঙ্গে দেখা করতে। এরপর ওরা ইংরেজবাজার শহরের একটি হোটেল ভাড়া নিয়ে চার দিন ধরে ছিল। বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎই অনিন্দিতাকে অচৈতন্য অবস্থায় সেই হোটেল থেকেই সরাসরি মালদা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে এনে ভর্তি করে প্রেমিক উজ্জ্বল সোরেন। এরপর থেকেই মেডিক্যাল কলেজের ওই চিকিৎসক পড়ুয়া উধাও হয়ে যায় বলে অভিযোগ। এদিকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার পর ওই ছাত্রীর পরিবারকে ফোন করে জানায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট থেকে ওই ছাত্রীর পরিবার মালদায় আসে। শুক্রবার বিকেল থেকেই ওই চিকিৎসক পড়ুয়া ছাত্রীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। তড়িঘড়ি রাতে অ্যাম্বুলেন্সে করে অনিন্দিতাকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলে, মাঝপথেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত ছাত্রীর মা আলপনা সোরেন বলেন, 'প্রায় দেড় বছর ধরে আমার মেয়ের সঙ্গে মালদা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক পড়ুয়া উজ্জ্বল সোরেনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। এমন কী ওরা চার মাস আগে পুরীতে গিয়ে বিয়েও করেছিল, সেটা পরে জানতে পারি। সম্প্রতি মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। এরপর ওদের সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। হয়তো মেয়ে তার প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ের দাবিতেই মালদা এসেছিল। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারি গত সোমবার থেকে চার দিন ধরে ইংরেজবাজার শহরের একটি হোটেলে ওরা ছিল। আমার মেয়েকে খাওয়ারের সঙ্গে বিষ জাতীয় কিছু মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছে। আর তাতেই মৃত্যু হয়েছে অনিন্দিতার। এই ঘটনায় ওই চিকিৎসক পড়ুয়া উজ্জ্বলের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। অবিলম্বে ওই যুবকের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছি আমরা।' মৃতের বাবা জোসেফ সোরেন বলেন, 'বড় আদরের মেয়ে ছিল অনিন্দিতা। তবে ও কথা কম বলতো। ভাবতেই পারছি না হঠাৎ করে মেয়ের মৃত্যু হবে। আমার মেয়ে কোনভাবে আত্মহত্যা করতে পারে না। ওকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে। আর এই ঘটনার পিছনে মেয়ের প্রেমিক উজ্জ্বল যুক্ত রয়েছে। পুলিশের কাছে অভিযুক্তের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছি।' মালদা মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডাঃ প্রসেনজিৎ বর জানিয়েছেন, 'প্রথম থেকেই ওই ছাত্রীর সংকটজনক অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ছিল। বৃহস্পতিবার ওই ছাত্রীকে তাঁর এক বন্ধু উজ্জ্বল এনে ভর্তি করিয়েছিলেন। তবে বিষক্রিয়ায় ওই ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে কিনা সেটা এখনই বলতে পারব না। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বলা সম্ভব।' ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, 'চিকিৎসক পড়ুয়া এক ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার পর থেকে উজ্জ্বল সোরেন নামে ওই যুবক গা ঢাকা দিয়েছে। মোবাইলেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

সিএএ-তে আবেদন করলে ভোট কাটা যাবে গোপাল শেঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান ক্যাম্প থেকে সিএএ-তে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। আবেদন করলে ভোট কাটা যাবে। সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।' এভাবেই বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকারকে আক্রমণ করলেন বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। পালটা উত্তর দিলেন বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকারও। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের ক্যাম্প বসেছিল রেলওয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে। এই এলাকার প্রচুর মানুষ জলমগ্ন থাকায় তাঁদেরকে নৌকায় করে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ক্যাম্পে আসতে দেখা যায়। সাধারণ মানুষকে আগামীতে যাতে জলমগ্ন না-হতে হয়, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ ও রাস্তা সংস্কারের দাবি তোলেন এবং আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠ। এদিন 'সিএএ-তে আবেদন করবার প্রয়োজন নেই' বলে ফের দাবি করেন বনগাঁ পুরপ্রধান। 'সিএএ আবেদন করলে ভোট কাটা যাবে, সরকারি সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন' বলেও ফের একবার দাবি করেন তিনি। একইসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকারকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'অসীম সরকার বলছেন ২০২৪ সালের আগে ভারতে এলে ১৯৮৭ সাল লিখতে। পুরো ভাঁওতা দিচ্ছেন। কারণ ওনারা এমএলএ হবেন। আমরা এটা চাই না।' পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গোপাল শেঠ দাবি করেছেন, 'এটি একটি সরকারি প্রকল্প। সিএএ একটি আইন। আমরা সরকারি প্রকল্পের মঞ্চ থেকে এর প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং বনগাঁ পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষের দাবি মতো খাল, বিল সংস্কার ও রাস্তা সংস্কারের কাজ করা হবে বলে জানিয়েছি।' অন্যদিকে গোপাল শেঠের এই বক্তব্য নিয়ে পাল্টা দাবি করেছেন বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার। তিনি বলেন, 'গোপাল বাবু আইন জানেন না, তাই এই ধরনের কথা বলছেন। উনি পড়াশোনা করে আসুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। গোপাল বাবুর বাবাকে সম্মান করতাম। তাই ওনাকে এর থেকে আর বেশি কিছু বলতে পারব না। অন্য কেউ হলে বলতাম। আমি বলেছি ধরুন কেউ ১৯৯০, ১৯৮৫ সালে এসেছে কিন্তু তাঁর কাগজপত্রে ২০১০ সালে হয়েছে। কিন্তু এই আইনে লেখা আছে, যেই সালে তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন, সেই সালটা লিখলে সেদিন থেকেই ধরা হবে। একটা হলো মিথ্যা কথা, একটা হলো হার্মাদ বাহিনী, আর একটা হলো পুলিশ, এই তিনটে যদি ওদের কাছ থেকে সরে যায়, তাহলে এক ঘন্টার মধ্যেই ফিনিস তৃণমূল।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাল্টা আক্রমণ করে অসীম সরকার বলেন, 'এত মিথ্যা কথা বলেন উনি তাই কালীঘাটের যে বাড়িতে উনি থাকেন, ওটাও কিন্তু ওনার নয়। এত কিছু ভুল বলার পরেও উনি কিভাবে স্টেজে মন্তব্য করেন, বক্তৃতা দেন? আমি হলে তো পারতাম না। কচু গাছের সঙ্গে গলায় দঁড়ি দিতাম।' পাশাপাশি এদিন হাবড়ায় একটি দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'বনগাঁর চেয়ারম্যান মিথ্যা কথা বলেছেন। পুলিশের উচিত এফআইআর করে ওনাকে গ্রেপ্তার করা, যদি না করে, আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলছি আদালতের মাধ্যমে এফআইআর করা যায় কিনা সেই বিষয়টা আমি দেখছি।'

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ জাল নোট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পুলিশের বড়সড় সাফল্য, সীমান্ত থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও জাল নোট-সহ গ্রেপ্তার দুই দুষ্কৃতী। বিপুল পরিমাণে জাল নোট এবং দুটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার মধ্যে একটি ওয়ান শাটার একটি সেভেন এমএম পিস্তল-সহ দু'জন যুবক গ্রেপ্তার। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম সেলিম বৈদ্য বাড়ি প্রসন্নকাটি, অন্যজন রবিউল মণ্ডল বাড়ি ইটিন্ডা এলাকায়। কুখ্যাত ক্রিমিনাল রবিউল মণ্ডল-এর বাড়ি থেকেই এই বিপুল পরিমাণ জালনোট এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। দু'জনকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই চক্রের পেছনে কোনও বড় জাল নোটের চক্র রয়েছে কিনা বা আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এলো, সমস্তটাই তদন্ত শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

মাছ ধরার আদর্শ ঠিকানা হয়ে উঠেছে পূর্বস্থলীর ছাড়িগঙ্গা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: মৎস্য শিকারে লাগেনা টিকিট। নিতে হয় না কারও অনুমতি। নেই মাছ ধরার কোনও নির্দিষ্ট সীমানা। তাই হুইল, ছিপ, কিংবা জাল নিয়ে মাছ ধরার আদর্শ ঠিকানা হয়ে উঠেছে পূর্বস্থলীর ছাড়িগঙ্গা। ছোট ছোট পুঁটি, টেংরার পাশাপাশি ১থেকে ১০ কেজি ওজনের রুই, কাতলা, মৃগেল, বোয়াল, শোল মাছ উঠছে হুইল ছিপে। এছাড়া হাত ছিপে ৩০০ থেকে ৫০০ গ্রাম ওজনের রুই, কাতলা মাছ তো আছেই। ছাড়ি গঙ্গা থেকে খালি হাতে ফিরছেন না কোনও মৎস্য শিকারি। মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরলে বাড়ির সদস্যদের মুখেও মিষ্টি হাসি।

পূর্বস্থলীর চুপি-কাস্টশালি থেকে জাহাননগর পঞ্চায়েতের মাধাইপুর ঘাট পর্যন্ত জুড়ে চলছে এই মৎস্য শিকার। তবে ছুটির দিন কিংবা শনিবার, রবিবার ভিড় হয় বেশি। পূর্বস্থলী ছাড়িগঙ্গার দুই মুখ পলি পড়ে বুজে যাওয়ার পর সেটা এখন এলাকার বৃহৎ বদ্ধ জলাশয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দূর দূরান্তের মৎস্য শিকারিরা, একাধিক ছিপ, হুইল নিয়ে চলে আসেন পূর্বস্থলীতে। দিনের শেষে কেউ কেউ ১০ থেকে ১৫ কেজি পর্যন্ত মাছ নিয়ে বাড়ি যান। তাঁদের দাবি, এলাকায় অধিকাংশ পুকুর মাটি দিয়ে ভরাট করে ফেলা হয়েছে। এছাড়া, কারও পুকুরে মাছ ধরতে গেলে জনপ্রতি ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত টিকিট কাটতে হয়। পূর্বস্থলীর ছারিগঙ্গায় সেই সমস্যা নেই। বিনা টিকিটে, যখন খুশি, যত খুশি মাছ ধরা যায়।

পুজোর আগে দুঃস্থ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের নতুন বস্ত্র প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: ঝাঁজরার এক সংস্থার পক্ষ থেকে এলাকার গরিব দুঃস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষদের হাতে পুজোর মরশুমে তুলে দেওয়া হল নতুন বস্ত্র। পাশাপাশি এলাকার প্রতিবন্ধী স্কুলে তিনজন মহিলাকে সেলাই মেশিন প্রদান ও একজনকে ট্রাই সাইকেল প্রদান করা হলো। এই অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন শ্রমিক নেতা বিন্দু দেব যশ, দেবাশিস পাঞ্জা, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও এলাকার প্রায় ১০০ জন শারীরিকভাবে অক্ষম ও দুঃস্থ মানুষের হাতে এই নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হলো। শনিবার এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কেকেএসসি অফিসের সামনে শ্রমিক নেতা স্বর্গীয় মধুসূদন ঘটকের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এছাড়াও জামুরিয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুজিত মুখার্জি, চুমকি মুখার্জি, দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শতদীপ ঘটক প্রমুখ।

ঐতিহাসিক ১৪ সেপ্টেম্বর স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বালুরঘাটের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে ১৪ সেপ্টেম্বর। বালুরঘাট দিবস নামে পালিত হয় দিনটি। গত কয়েক বছর থেকে এই দিনটিকে ঘিরে নানান ইতিহাস ও সংস্কৃতি নির্ভর অনুষ্ঠান করে থাকে। তাই ১৪ সেপ্টেম্বর বালুরঘাট দিবসের প্রাক্কালে ১৩ সেপ্টেম্বর বিকেলে কথকের আয়োজনে এই বছর ডাঙ্গি শহীদ বেদীর সামনেই কথকের তরফে অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে 'গান দিয়ে অনুষ্ঠান সূচনা হয়। তারপর ভারতছাড়ো আন্দোলনের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে শহীদ বেদীতে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।' কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার নির্বাচিত অংশ আবৃত্তি করা হয়। নিজের লেখা 'সুভাষ মরে নাই, সুভাষ মরে না' কবিতা পাঠ করেন কথকের সম্পাদক তুহিন শুভ্র মণ্ডল। সমাপ্তি সঙ্গীত হিসেবে পরিবেশিত হয় 'ধনধান্য পুষ্পভরা'।

মনোরোগ সম্পর্কিত আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মনোরোগ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ সচেতনতামূলক আলোচনা সভা। ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, যা তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ, চাপ মোকাবিলা এবং সামাজিক সম্পর্ক উন্নত করতে সাহায্য করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের অন্তর্গত বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাই স্কুলে আয়োজিত এদিনের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালের লেডি কাউন্সিলর (অন্বেষা ক্লিনিক) বিউটি ঘোষ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক মইদুল ইসলাম সহ বিদ্যালয়ে পাঠরত বয়ঃসন্ধিক্ষণের ছাত্রছাত্রীরা। উল্লেখ্য, একজন মানুষ কোনও শারীরিক সমস্যার জন্য চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার কথা যত সহজে বলতে পারেন, মনোরোগ চিকিৎসক বা মনোবিদের কাছে যেতে হলে তাঁরা সহজে তা বলতে পারেন না। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে এই জায়গাতেই পরিবর্তনের কথা বলছেন চিকিৎসকেরা। এবিষয়ে লেডি কাউন্সিলর বিউটি ঘোষ বলেন, 'শারীরিক অসুস্থতা সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হলেও মানসিক অসুস্থতাগুলির ব্যাপারে আমাদের তেমন কোনও ধারণা নেই। তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে এবিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে, সঠিক তথ্য দিতে এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলায় সহায়তা করতে এই সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়।'

সংসার সামলে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢাক বাজাচ্ছেন ইন্দাসের দুর্গারা

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

ওরা নারী শক্তি, ওরা দশভুজা, ওরা দুর্গার আরেক রূপ, এমনই জীবন্ত দুর্গাদের বসবাস ইন্দাসের সাহসপুর দাসপাড়ায়। একদিকে যেমন সংসারের রান্না করা, বাসন মাজা, সংসার সামলানো, লোকের জমিতে কাজ করে পরিবারের হাল ধরে রাখা, অন্যদিকে দুর্গাপুজো আসলেই ঢাক কাঁধে নিয়ে পুরুষদের চোখে আঙুল দিয়ে তাঁরা দেখিয়ে দেন তাঁরাও পারেন সমাজের সব কাজ করতে।

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের প্রত্যন্ত একটি গ্রাম সাহসপুর দাসপাড়া। এখানে লতা, অনিমা, অসীমা-সহ মোট ১০ জন দশভুজাদের বসবাস। তাঁদের দশভুজা বলার একটাই কারণ এই মহিলারা বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসার চালানোর জন্য একটি ঢাকির দল তৈরি করে ফেলেছেন। এই মহিলা ঢাকি টিমের সদস্যরা সকালে ঘুম থেকে উঠে সংসারের যাবতীয় কাজ করেন। যেমন উঠোনে ঝাড়ু দেওয়া, রান্না করা, বাসন মাজা, ছেলেমেয়েদের বই পড়ানো, তাদের চুল বেঁধে দেওয়া, পরিবারের সদস্যদের খেতে দেওয়া সমস্ত কাজ তাঁদের করতে হয়। এরপর একটু বেলা হলেই সংসারের খরচ চালানোর জন্য অন্যের জমিতে শ্রমিকের কাজ করেন তাঁরা। সারা বছরটা তাঁদের এভাবে চললেও, তাঁরা অধীর আগ্রহে বসে থাকে দুর্গাপূজার জন্য। কারণ দুর্গাপূজায় তাঁদের এই মহিলা ঢাকি টিমের বায়না হয় দূর-দূরান্তে। সেখানে একটানা বেশ কয়েকদিন ঢাক বাজিয়ে মোটা টাকা ইনকাম করেন এই মহিলা ঢাকি টিমের সদস্যরা। সেই টাকা তাঁরা বাড়ির পুরুষদের হাতে তুলে দেয় সংসার চালানোর জন্য। তাই দুর্গা পূজার প্রাক্কালে সকাল সন্ধ্যা সাহসপুর, দাসপাড়ায় কান পাতলে শোনা যায় ঢাকের শব্দ। কারণ পুজোর আগে এই মহিলা ঢাকি টিম প্রায় প্রতিদিনই মহড়া দিয়ে চলেছে। চলছে ঢাক মোছার কাজ, যাতে পুজোয় কোনও বিঘ্ন না ঘটে। ঢাক বাজানোর পাশাপাশি রয়েছে ঢাকের সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের বিনোদনের খেলা। এই মহিলা ঢাকি টিমের ঢাক বাজানোর উপস্থাপন আপনারও মন ভরাবে। কখনো ঢাকের ওপর চড়ে, কখনও মাথায় ঢাক নিয়ে ঢাক বাজাচ্ছেন। আবার কখনও মুখে কামড়ে ধরে ঢাকের তাল তুলছে। এমনকি এক মহিলা একসঙ্গে বেশ কয়েকটি ঢাক নিয়েও বাজিয়ে চলেছেন। তবে এই মহিলা ঢাকিদের এই সংঘবদ্ধ দল তৈরি করার পেছনে রয়েছে জেদ এবং বেদনাদায়ক ঘটনা। মহিলা ঢাকিদের দাবি, কয়েক বছর আগে গ্রামের এক অনুষ্ঠানে বাইরে থেকে ঢাক বাজাতে আসেম কয়েকজন মহিলা। তখন গ্রামেরই একজন ভাবেন, বাইরের মহিলারা যদি গ্রামে এসে ঢাক বাজিয়ে টাকা নিয়ে চলে যায়, তাহলে গ্রামের মহিলারা কেন ঢাক বাজাতে পারবে না? শুরু হয় মহিলা জোগাড়ের কাজ। পরিবারের সম্মতি পেয়ে দাস পাড়ার লতা, অনিমা, অসীমা-সহ মোট ১০ জন মহিলা ও পাঁচজন পুরুষ মিলে তৈরি হয় একটি মহিলা ঢাকির টিম। গ্রামের লোক অবশ্য মহিলা ঢাকির এই টিমটিকে ভালো চোখে দেখেনি কেউ। গ্রামে ঢাক বাজাতেও বাধা দিত তাঁদের। অনেক বাধা বিপত্তি আসলেও তাঁরা আড়ালে আবডালে ঢাক বাজিয়ে আজ পারদর্শী। এখন তাঁদের ঢাক বাজানোর দক্ষতা দেখে মুগ্ধ সমগ্র ইন্দাসবাসী। দূরদূরান্ত থেকে বায়না আসছে। এবারের দুর্গা পুজোতেও এই মহিলা ঢাকির টিম ঢাক বাজাতে যাবে ইন্দাস থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূর নৈহাটিতে।

সর্বমঙ্গলা মায়ের প্রণামী বস্ত্র বিক্রি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অন্যান্য বছরের মতো এবছরেও দুর্গা পুজোর প্রাক্কালে বর্ধমানের অধিষ্ঠিত সর্বমঙ্গলা দেবীর প্রণামী বস্ত্র বিক্রি করা হল। শনিবার মায়ের প্রণামী বস্ত্র কেনার ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মায়ের প্রণামী বস্ত্র কিনতে সকাল থেকেই লোকজন উপস্থিত হন সর্বমঙ্গলা মন্দিরে। সেখান থেকেই একে একে মায়ের প্রণামী বস্ত্র কিনে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে ঘরে নিয়ে যান ভক্তরা। বর্ধমান সর্বমঙ্গলা মন্দিরের পুরোহিত বলেন, 'এবছর দেবী সর্বমঙ্গলা মায়ের ৫৮২টি শাড়ি বিক্রি করা হয়। রবিবার মায়ের প্রণামী গয়নাও বিক্রি করা হবে। বিক্রির সমস্ত অর্থ মায়ের পুজোয় লাগানো হবে।' বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা। সারা বছর বর্ধমান জেলা তো বটেই প্রতিবেশী বিভিন্ন জেলা-সহ ভিন রাজ্য থেকেও প্রচুর ভক্তরা আসেন মন্দিরে। বিশেষ বিশেষ তিথিতে ভক্তদের ভিড় আরও বাড়ে দেবীর দরবারে। দেবীকে পুজো দেওয়ার সময় প্রণামী হিসাবে ফুল, মালা, মিষ্টির পাশাপাশি বহু ভক্ত শাড়ি, গামছা কিম্বা অলঙ্কার সামগ্রী নিবেদন করেন। মনস্কামনা পূরণ হলেও দেবীকে নানা সামগ্রী নিবেদন করেন ভক্তরা। প্রতিবছর শারদ উৎসবের প্রাক্কালে সেই সমস্ত প্রণামী সামগ্রী নিলাম করেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। শনিবার ছিল নিলাম পর্বের প্রথম দিন। রবিবারও হবে নিলাম কাজ। প্রথম দিনে বস্ত্র সামগ্রী ও দ্বিতীয় দিনে অলঙ্কার সামগ্রী নিলাম হয়। শনিবার সকাল থেকেই ভিড় জমে ভক্তদের। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও অত্যন্ত আঁটোসাঁটো করা হয় মন্দির চত্বরে। বস্ত্র নিতে আসা ভক্তরা জানিয়েছেন, দেবীর বস্ত্র তাঁদের কাছে দেবীর আশীর্বাদ। অনেকেই সেই বস্ত্র যত্ন সহকারে রেখে দেন বাড়ির মন্দিরে বা আলমারিতে। অনেকেই মনে করেন দেবীর বস্ত্র বাড়িতে থাকলে বাড়িতে কোনও বিপদ আসবে না। সকলের শ্রীবৃদ্ধি হবে। এই কারণেই অনেক ভক্ত আসেন বস্ত্র নিতে।

ওডিশায় নিখোঁজ সবজি ব্যবসায়ী, নিষ্ক্রিয় পুলিশ, দুশ্চিন্তায় পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: বিজেপি শাসিত ওডিশা গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ বাদুড়িয়ার সবজি ব্যবসায়ী। পরিবারের অভিযোগ, ব্যবসায়ীকে অপহরণ করা হয়েছে। ওডিশা পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হচ্ছে না। পুলিশ নিষ্ক্রিয়। আতঙ্কে দিন গুনছেন পরিবারের সদস্যরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পরিবারের আর্জি ব্যবসায়ীকে ফিরিয়ে আনার।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার, বসিরহাট মহকুমার, বাদুড়িয়া থানার, বাগজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের, হায়দারপুর গ্রামে বাসিন্দা ওই সবজি ব্যবসায়ী ৫৫ বছরের আনারুল ইসলাম। তিনি সবজি ব্যবসার উদ্দেশে ৭ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল আনুমানিক ৭টা নাগাদ ওডিশার কটকের ছত্রবাজারে গিয়েছিলেন। সেখানে ব্যবসার টাকা নিয়ে ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বাড়িতে ফেরার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি আর বাড়িতে ফেরেননি। আত্মীয়দের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান এখনও মেলেনি। পরিবারের সদস্যরা টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে ওই ব্যবসায়ীর মোবাইল ফোন বন্ধ বলে। এরপর থেকেই রীতিমতো দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। ব্যবসায়ীর স্ত্রী আছিয়া বিবি অনুমান, তাঁর স্বামী ব্যবসার ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ক্যাশ নিয়ে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি করছিলেন। তাঁকে অপহরণ করা হতে পারে। চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ব্যবসায়ীর বাবা সিরাজুল ইসলাম, মা সেরিনা বিবি-সহ পরিবারের সদস্যরা। নিরুপায় হয়ে তাঁরা বাদুড়িয়া থানাতে যোগাযোগ করেন। সেখান থেকে তাঁদেরকে সহানুভূতির সঙ্গে ওডিশা যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তারপর পরিবারের সদস্যরা ওডিশার কটকে গিয়ে একটি অ্যাডভোকেটের মাধ্যমে ওমপি চাউরিড়াগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেখানকার পুলিশ মোবাইলের কল লিস্ট খতিয়ে দেখার পর বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে বলেই চুপ হয়ে যায়। পরিবারের সদস্যদের দাবি,

মোবাইলের কল লিস্ট দেখার পর থেকেই আশ্চর্যজনকভাবে ওডিশার বিজেপি শাসিত রাজ্যের পুলিশ উদাসীন। উপরন্তু সেখানকার পুলিশ প্রশাসন কোনও রকমের সহযোগিতা করছেন না। ওডিশা সরকারের ব্যর্থতার জন্য ব্যবসায়ী নিখোঁজ হয়েছেন বলে অভিযোগ পরিবারের। বাবা, মা, স্ত্রী এবং দুই সন্তান নিয়ে ব্যবসায়ীর পরিবারের নিত্য সঙ্গী এখন চোখের জল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ব্যবসায়ীর বাবা-মায়ের আকুতি, তাঁদের সন্তানকে যে কোনও মূল্যে তাঁদের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। প্রতিবেশীরা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ওডিশা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কথা জেনে বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর ও আইনি পদক্ষেপ শুরু করেছেন বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। প্রশ্ন উঠছে, ওই ব্যবসায়ী সত্যিই কী অপহরণ হলেন? নাকি তাঁকে কেউ টাকার লোভে প্রাণে মেরে দিয়েছে? প্রশ্নগুলি কিন্তু এখনও পর্যন্ত অধরা।

ডেবরায় প্রতিবাদ পদযাত্রা থেকে বাংলায় পরিবর্তনের ডাক শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শনিবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার উদ্দেশ্যে বিজেপির একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। বিজেপির জেলা সভাপতি তন্ময় দাস-সহ অন্যান্য নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার, লাঠিচার্জ ও মিথ্যা মামলা দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয় মিছিলে। সেই সঙ্গে ডা. সোরেনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবিও জানানো হয়। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে তিন হাজার কর্মী, সমর্থকদের মিছিলটি ডেবরা চক থেকে শুরু হয়ে ডেবরা থানা পর্যন্ত যায়।

থানার কিছুটা দূরে শুভেন্দু অধিকারী এক পথসভায় বলেন, 'ডাক্তার সোরেনের মৃত্যুর প্রতিবাদে ২ সেপ্টেম্বর বিজেপির পক্ষ থেকে ছয় ঘণ্টার জন্য ডেবরা বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেদিন বনধ চলাকালীন জেলা সভাপতি তন্ময় দাস-সহ অন্যান্য নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করে ডেবরা থানার পুলিশ। জেলা সভাপতিকে গ্রেপ্তার করার পর বিজেপি কর্মীরা থানার সামনে ভিড় করতে শুরু করায় পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকারের নির্দেশে তন্ময় দাসকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যায় এই থানার পুলিশ। তারপর ১০৭ ধারায় ক্রিমিনাল অফেনসে মামলা দায়ের করে কোর্টে তোলে। কিন্তু আমরা এই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। সারাদেশে ২১টি

রাজ্যে আমাদের রাষ্ট্রবাদী সরকার চলছে। তবুও এই রাজ্যের পুলিশ আমাদের কোনও রকম তোয়াক্কা না করে মিটিং মিছিল করতে বাধা দিচ্ছে।' শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, 'আমাদের জেলা সভাপতিকে গ্রেপ্তার করার পর আমি ঘোষণা করেছিলাম ডেবরা থানা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করার। কিন্তু ধৃতিমান সরকারের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সেই প্রতিবাদ অভিযান করার অনুমতি দেয়নি। তাই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়। হাইকোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পর আমরা সেই মতো মিছিল করলাম।' মিছিল ও পথ সভায় উপস্থিত দলীয় নেতা, কর্মী এবং সাধারণ মানুষদের উদ্দেশ্যে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'পরিবর্তন আসছে। আজকের মিছিলে হিন্দু আদিবাসী সবাই একসঙ্গে পা মিলিয়েছেন।'

সামনেই পুজো, বড়জোড়ায় শোলাশিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বড়জোড়া: দীর্ঘদিন ধরেই শোলা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বড়জোড়ার জগন্নাথপুর গ্রামের মালাকার পরিবারের সদস্যরা। দুর্গা পূজার আগে চরম ব্যস্ত তাঁরা। দিন রাত এক করে প্রতিমার ডাক তৈরির কাজ করছেন তাঁরা।তবে এই মুহূর্তে 'ভালো' নেই তাঁরা। বর্তমানে ডাক শিল্পের দাম বেড়েছে কাঁচা মালের। কিন্তু সেভাবে দাম বাড়ছে না দেব দেবীর অঙ্গ সজ্জার সামগ্রীর, আক্ষেপ বাংলার শোলা শিল্পীদের মধ্যে। জগন্নাথপুরের আনন্দ মালাকারের তৈরি প্রতিমার ডাক জামসেদপুর-গিরিডিতেও এবার পৌঁছে যাবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে কাজ, সেকারণেই সপরিবারে তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করছেন বলে জানান। শিল্পী বেনীমাধব মালাকার বলেন, যে তুলনায় কাঁচা মালের দাম বেড়েছে সে তুলনায় ডাকের দাম বাড়েনি। তারপরেও এই পেশাকে আঁকড়ে ধরে থাকা।

বেলিয়াবেড়ার থাপ্পড়-কাণ্ডে গ্রেপ্তার ছাত্রের বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: গালে থাপ্পড় মারার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুলে পিস্তল নিয়ে হাজির হওয়া ছাত্রের বাবাকে গ্রেপ্তার করলো বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। গত ১৮ আগস্ট ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের বেলিয়াবেড়া থানা এলাকার একটি হাই স্কুলে এই ঘটনা ঘটে। অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে ছাত্রের বাবা কেষ্ট দোলাইকে শুক্রবার রাত্রে ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেপ্তার করে শনিবার ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করলে বিচারক তাঁকে ৪ দিনের পুলিশ

হেপাজতের নির্দেশ দেন।জানা গিয়েছে, ওই দিন দ্বিতীয় পিরিয়ডে ইতিহাসের ক্লাস চলাকালীন পিছনের বেঞ্চে বসা দশম শ্রেণির ছাত্র সামনের এক সহপাঠীকে বিরক্ত করছিল। শিক্ষক তাকে নিষেধ করেন এবং পরে খাতা না লেখার জন্য বকাঝকা করে এক থাপ্পড় মারেন। ক্লাস শেষে প্রধান শিক্ষকের কাছে নালিশ জানাতে গেলে শিক্ষককে দেখে সে শাসানি দেয় এবং অভিভাবককে ডাকার কথা বলে বেরিয়ে যায়। টিফিনের সময় প্রধান শিক্ষকের কক্ষে ইতিহাসের শিক্ষক বসে থাকলে ছাত্রটি পিস্তল হাতে সেখানে পৌঁছায় এবং শিক্ষককে হুমকি দেয়। সহপাঠীরা দ্রুত বাধা দিলে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। এরপর সিভিক ভলান্টিয়াররা তাকে আটক করে এবং তার কাছ থেকে নাইন এম এম পিস্তল উদ্ধার করে। পরে পুলিশ অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে ছাত্রের বাবা কেষ্ট দোলাইকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে।

বিপুল চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া সার্কেলের আবগারি দপ্তর শুক্রবার ও শনিবার টানা দু'দিন ধরে অবৈধভাবে মদ তৈরি ও বিক্রি করার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে নিতুড়িয়া থানার অন্তর্গত কচবেল, শ্যামপুর, গোবাগ , তিলতোড়া পুয়াপুর সহ-বিভিন্ন গ্রামে থেকে ২৩ লিটার অবৈধ মদ ও ও মদ তৈরির উপকরণ ১২০ লিটার তরল, হাঁড়ি ১টি বাজেয়াপ্ত করে। প্রচুর অবৈধ মদ তৈরির উপকরণ নষ্ট করে। আবগারি দপ্তরের এক আধিকারিক শনিবার দুপুরে জানান, নিতুরিয়া সার্কেলের আবগারি দপ্তর শুক্রবার ও শনিবার নিতুড়িয়া থানার বিভিন্ন গ্রামে অবৈধ মদ তৈরি ও মদ বিক্রি করার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রচুর অবৈধ মদ তৈরির উপকরণ নষ্ট করে দেয়। তবে ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

খাদি মেলার উদ্বোধনে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পূর্ব বর্ধমান জেলা খাদি মেলার উদ্বোধন হয় শনিবার বর্ধমানের বাঁকা মাঠে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাহিক আধিকারিক খাদি পর্ষদ রাজ্য মৃদুল হালদার, রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসক আয়েশা রানি এ, পুলিশ সুপার সায়ক দাস, পুরসভা চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। রাজ্য জুড়ে এই মেলার মাধ্যমে খাদির বিপণন ব্যবস্থাকে আরও প্রসারিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ও ভারতের কুমিল্লা অঞ্চলে এই খাদি শিল্প বিশেষভাবে জনপ্রিয়। যা ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে জড়িয়ে রয়েছে। আধুনিককালে খাদ্য শিল্প ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন-এর মতো সংস্থাগুলির মাধ্যমে কারিগরদের সহায়তা ও বিপণন সহায়তা প্রদান করে থাকে। পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত খাদি শিল্পীরা তাঁদের স্টল নিয়ে বসেছেন এখানে। প্রায় ৭২টি স্টল এখানে বসেছে বলে জানা গেছে। শনিবার থেকে শুরু হয় এই

খাদি মেলা। থাকবে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অনেকখানি জায়গা জুড়ে এই মেলা হয়েছে। যেখানে খাদি বস্ত্রের বিপুল সম্ভার থেকে ঘর সাজানোর জিনিস, হাতের কাজ থেকে শুরু করে আসবাবপত্র, খাদি কাপড়ের কুর্তি, শার্ট, শাড়ি শীতের চাদর সবতেই রয়েছে নতুনত্বের ছোঁয়া। এবছরেও সকলে আশাবাদী এই খাদি মেলায় বিকিকিনি ভালই হবে ব্যবসদারদের।

পরকীয়ার জের, বিদ্যুৎ খুঁটিতে বেঁধে সাজা প্রেমিক-প্রেমিকাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: ভিনরাজ্যে স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। এদিকে স্ত্রী এক যুবকের সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে অভিযোগ। বধূর শ্বশুরবাড়ির লোকজন দু'জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। রাতভর তাঁদের ঘরে আটকে রেখে সকালে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের ভেদিয়া গ্রামে।

জানা গিয়েছে, ভেদিয়া বাগদিপাড়ার পাশে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওই বধূর স্বামী ভিন রাজ্যে কাজ করেন। শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে ওই বধূ থাকেন। বাগবাটি গ্রামের এক বিবাহিত যুবকের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিন ধরেই পরকীয়া সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ। শুক্রবার রাত প্রায় একটা নাগাদ প্রেমিক যুবক ওই বধূর ঘরে ঢুকেছিলেন! সেই সময় ওই গৃহবধূর শাশুড়ি দেখে ফেলেন। বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীদের তিনিই খবর দেন। হাতেনাতে দু'জনকে পাকড়াও করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, পরকীয়ায় জড়ানো প্রেমিক-প্রেমিকাকে রাতে ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়।শনিবার সকালে দু'জনকে ঘর থেকে বার করে আনে লোকজন। দু'জনকে বাড়ির কাছেরই একটি বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নিগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার কথা শুনে এলাকায় পৌঁছায় আউশগ্রামের ছোড়া ফাঁড়ির পুলিশ। দু'জনকে উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশকেও স্থানীয়দের বিক্ষোভ ও বাধার মুখে পড়তে হয়।

দক্ষিণ দিনাজপুরে লোক আদালতে ভালো সাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তির জন্য লোক আদালত অনুষ্ঠিত হল শনিবার। দীর্ঘদিন ধরে চলা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে উদ্যোগী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ। এদিন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তরফে জেলা আদালত

চত্বরে আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ভবনে এই লোক আদালতের আয়োজন করা হয়। যেখানে পাঁচটি বেঞ্চ বসেছিল। অন্যদিকে, বুনিয়াদপুরে অবস্থিত গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের চত্বরে চারটি বেঞ্চ বসেছিল। সব মিলিয়ে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের (ডিএলএসএ) তরফে জেলায় এদিন ৯টি বেঞ্চ বসেছিল। যেখানে সব মিলিয়ে প্রায় ৬৫০০টি মামলা শুনানির জন্য ওঠে। এর মধ্যে প্রায় ৮৫০টি কোর্টের মামলা রয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়-সহ ব্যাঙ্ক রিকভারির বেশ কিছু আবেদন জমা পড়েছিল জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে। এরমধ্যে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তৎক্ষণাতই বেশ কিছু মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। এদিন জেলার দুই মহকুমা আদালত চত্বরে লোক আদালতের মাধ্যমে বেশ কিছু মামলার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। এবিষয়ে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সম্পাদিকা কেয়া বালা জানান, 'জাতীয় লোক আদালত কথার অর্থ হল বিকল্প সমাধান ব্যবস্থা। যে সমস্ত মামলাগুলো আদালতে চলছে কিংবা আদালতে আসতে পারে, সেই সমস্ত মামলাগুলো জাতীয় লোক আদালতে সমাধান করবার চেষ্টা করা হয়। আজ যথেষ্ট লোকের সমাগম হয়েছে।'

বাংলায় নারীদের নিরাপত্তার দাবিতে পথ অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যে ক্রমাগত নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নারীদের ওপর অত্যাচার চলছে বলে অভিযোগ তুলছে বিজেপি। শনিবার বিকালে রাজ্যে নারীদের সুরক্ষার দাবিতে আরামবাগের দৌলতপুর এলাকায় পথ অবোরধ করে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। এদিন বিজেপির মহিলা মোর্চার মহিলারা পথ অবরোধে সামিল হন। প্রায় ৪০ মিনিট আরামবাগ বর্ধমান রোড অবোরুদ্ধ হয়েপড়ে। সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। বিজেপির মহিলা কর্মীদের একটাই দাবি, রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ রাজ্য সরকার। তাই অবিলম্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ করা উচিত। এমনটাই দাবি তোলে বিজেপি। এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, 'নারীদের ওপর ধর্ষণের ঘটনা এখন বাংলায় নিত্যদিনের ঘটনা। এর দায় কার? দায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ওনার পদত্যাগ চাই। ২০২৬ সালে বাংলা থেকে তৃণমূলকে হঠাতে হবে। তবেই রাজ্যে নারী নিরাপত্তার সুনিশ্চিত হবে।' অপরদিকে আরামবাগের আর এক বিজেপি নেত্রী বলেন, 'আমাদের দুঃভাগ্যের বিষয় আমরা বাংলায় বাস করি। এখানে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও বাংলায় নারীরা সুরক্ষিত নয়। তাই মহিলাদের নিরাপত্তার দাবিতে বিজেপি পথে নেমেছে।'

ভিন দেশে থাকা স্বামী ফোন কল না-ধরায় আত্মঘাতী স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভিন দেশে থাকা স্বামী ফোন কল না-ধরায় গলায় কাপড়ের ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী স্ত্রী। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের ধোবা গ্রামে। মৃতের নাম অপর্ণা বিশ্বাস (২২)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নাদনঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জানা গিয়েছে, ধোবা গ্রামের দীপঙ্কর বিশ্বাস পেশায় ট্রাক ড্রাইভার। কর্মসূত্রে থাকেন ভিনদেশে। গত আড়াই বছর আগে ওই গ্রামের যুবতী অপর্ণা বিশ্বাসের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। দম্পতির মধ্যে প্রচণ্ড মিল ছিল। কর্মসূত্রের ভিনদেশে থাকলেও, নিয়মিত ফোনের হোয়াটসঅ্যাপ কলে, কথা হতো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।

আর্ট ক্যাম্পে সূচনা অকশন হাউসের

মৃণালজিৎ গোস্বামী ● শান্তিনিকেতন

আর্যভাট ইন্টারন্যাশনাল আর্ট ক্যাম্প ২০২৫ আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা হলো শান্তিনিকেতনে। শুক্রবার থেকে চলা এই ক্যাম্প চলবে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আর্যভাট আর্ট গ্যালারির উদ্যোগে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। পাশাপাশি শুভ সূচনা করা হয় অকশন হাউসেরও। প্রকাশিত হয় প্রখ্যাত লেখক এবং কিউরেটর অমিত কল্লার 'ফ্রম ডট টু সার্কেল'। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা বিজয় প্রভাত শুক্লা বলেন, 'আমরা এতদিন শিল্পীদের শিল্পকর্ম তুলে ধরতাম। এবার থেকে আমরা শিল্পীদের আরও শিল্প-কর্ম বিশ্বের দরবারে অকশন করার সুযোগ করে দেব, যার ফলে উপকৃত হবেন শিল্পীরা।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ডক্টর উজ্জল সাহা বলেন, 'শুধু চিত্রশিল্পীদের শিল্পকর্ম নয়, নিউমাস্টিক কয়েন এবং নোট কালেক্টররাও তাঁদের পছন্দের বস্তুটিও কেনাবেচা করতে পারবেন অকসনের মধ্য দিয়ে।' এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাটনা কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পদ্মশ্রী শ্যামসুন্দর শর্মা, ডিরেক্টর জেনারেল অফ ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট নিউ দিল্লির ডা. সঞ্জীব কিশোর গৌতম, ভারত সরকার মিনিস্ট্রি অফ কালচার-এর চেয়ারম্যান অফ অল ইন্ডিয়া ললিত কলা একাডেমির ভি নাগ দাস, বিশ্বভারতী কলা ভবনের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ তথা কলাভবনের অ্যাস্যোসিয়েট প্রফেসর কমলদ্বীপ ধর, আর্জেন্টিনার বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মার্কোস, বুলগেরিয়ার চিত্রশিল্পী স্টেফান পেটকাভ ও আগলিকা জরজিইভা, প্রখ্যাত কালেক্টর রবি সেবক, শৈলেন ঘোষ, ডক্টর বিশ্বরূপ ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন চেতনা কাউর। এই কয়েকদিন ধরে চলা অনুষ্ঠানে চলবে বিভিন্ন শিল্পীর শিল্প কর্মের প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সুশীলাকে অভিনন্দন জানিয়ে নেপালে শান্তি এবং সমৃদ্ধির কামনা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকিকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি নেপালে শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির প্রার্থনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, 'নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সুশীলা কারকিজিকে আন্তরিক অভিনন্দন। নেপালের ভাইবোনদের শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির জন্য ভারত সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

উল্লেখ্য, নেপালের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন ৭২ বছরের সুশীলা কারকি। সে দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সুশীলাকে ভোটাভুটির মাধ্যমে বেছে নিয়েছে আন্দোলনকারী জেন জি। রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেল এবং সেনাপ্রধান জেনারেল অশোকরাজ সিদগেলও তাঁর নামে সম্মতি দিয়েছেন। অন্য দিকে, নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান

নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সুশীলা কারকিজিকে আন্তরিক অভিনন্দন। নেপালের ভাইবোনদের শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির জন্য ভারত সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রীমতী সুশীলা কারকিকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে নেপালের সীমান্ত রয়েছে। প্রতিবেশীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের বাঁধন এবং সম্পর্ক আরও উন্নত হোক।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী

শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রীও

সুশীলা কারকি দায়িত্ব নেওয়ার পরই তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমি মাননীয় শ্রীমতী সুশীলা কারকিকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে নেপালের সীমান্ত রয়েছে। মানুষের পারস্পরিক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রতিবেশীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের বাঁধন এবং সহযোগিতার সম্পর্ক আরও উন্নত হোক।' প্রসঙ্গত, 'জেন জি' বিক্ষোভের জেরে ওলি সরকারের পতনের চারদিন পর দেশটির দায়িত্বভার উঠেছে কারকির কাঁধে। শুক্রবার রাতে নেপালের রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য প্রধানদের উপস্থিতিতে শপথ নেন তিনি। কাঠমান্ডুর রাষ্ট্রপতি ভবন শীতল আবাস থেকে বিবৃতি জারি করে সে কথা জানানো হয়।

হট এয়ার বেলুনে আগুন, অল্পে প্রাণরক্ষা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ১৩ সেপ্টেম্বর: মধ্যপ্রদেশের মান্দাসৌরের গান্ধিসাগর ফরেস্ট রিট্রিটে একটি অনুষ্ঠানে হট এয়ার বেলুনে আগুন লেগে যায়। ভয়ঙ্কর এই দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণ বাঁচল মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদবের। বেলুনে আগুন লাগতেই কোনওমতে তাঁকে টেনে বের করা হয়। কী ভাবে আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি।

জানা গিয়েছে, শনিবার মধ্যপ্রদেশের মান্দাসৌরের গান্ধিসাগর ফরেস্ট রিট্রিটে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। মন্দাসৌরের সাংসদ সুধীর গুপ্তার সঙ্গে তাঁর হট এয়ার বেলুনে চড়ার

কথা ছিল। সেই মতো মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বেলুনের ট্রলি বা বাস্কেটে ওঠেন। তবে জোরালো দমকা হাওয়ার জন্য বেলুনটি ঠিকভাবে উড়তে পারছিল না।

এরপর বেলুনটি একটু উঠতেই দমকা হাওয়ায় তা নীচের দিকে মুখ হয়ে যায়। যে যন্ত্র থেকে আগুন বের হয় এবং গরম হাওয়া তৈরি হয়ে বেলুন আকাশে ওড়ে, তা থেকে আগুন লেগে যায়। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক নীচেই ছিলেন। আগুন দেখতে পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীরা বেলুনটিকে ধরে ফেলেন। তাঁরা শক্ত করে বেলুনটি ধরে রাখেন। ওখানের কর্মীরা তড়িঘড়ি আগুন নেভান। উপস্থিত যাঁরা ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে হট এয়ার বেলুন থেকে টেনে বের করেন।

জেলাশাসক অদিতি গর্গ জানিয়েছেন, হট এয়ার বেলুনের নিরাপত্তা বা সুরক্ষা নিয়ে কোনও খামতি ছিল না। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ভোর ৬টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে হট এয়ার বেলুন ওড়ানোর আদর্শ সময়। এই সময়ে বাতাসের গতি থাকেই না। তবে মুখ্যমন্ত্রী যে সময়ে হট এয়ার বেলুনে উঠেছিলেন, তখন ঘণ্টায় ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার বেগ ছিল বাতাসের।

অনেক আগে মণিপুর যাওয়া উচিত ছিল মোদীর: প্রিয়াঙ্কা

ওয়েনাড, ১৩ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রীর মণিপুর সফরকে স্বাগত জানালেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। তবে তাঁর কথায়, অনেক আগেই মণিপুরে যাওয়া উচিত ছিল প্রধানমন্ত্রীর। শনিবার কেরলের ওয়েনাডে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, 'আমি আনন্দিত যে তিনি দুই বছর পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর অনেক আগেই সফর করা উচিত ছিল। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, তিনি সেখানে যা ঘটছে, তা এত দিন হতে দিয়েছেন, এত মানুষ নিহত হয়েছে।'

প্রিয়াঙ্কা আরও বলেছেন, 'এমনটা ভারতের প্রধানমন্ত্রীদের ঐতিহ্য ছিল না। তাঁরা যে দলেরই হোক না কেন, যেখানেই কষ্ট ছিল, যেখানেই দুঃখ ছিল, সেখানেই গিয়েছেন। স্বাধীনতার পর থেকে এটাই ঐতিহ্য। সুতরাং, তিনি ২ বছর পরে তা পূরণ করছেন, আমি মনে করি তাঁর আগে এমনটা ভাবা উচিত ছিল।'

ক্রমশঃ ছন্দে ফিরছে নেপাল শুরু হয়েছে গাড়ি চলাচলও

কাঠমান্ডু, ১৩ সেপ্টেম্বর: ধীরে ধীরে ছন্দে ফেরার চেষ্টায় নেপাল। শনিবার সকালে কাঠমান্ডুতে গাড়ির চলাচল শুরু হয়েছে, কাজেও যেতে দেখা গিয়েছে বহু মানুষকে। নতুন করে অশান্তির কোনও ঘটনা ঘটেনি। ইতিমধ্যেই নেপালের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন ৭২ বছরের সুশীলা কারকি। সে দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সুশীলাকে ভোটাভুটির মাধ্যমে বেছে নিয়েছে আন্দোলনকারী জেন জি। রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেল এবং সেনাপ্রধান জেনারেল অশোকরাজ সিদগেলও তাঁর নামে সম্মতি দিয়েছেন। নেপালের নতুন এই অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে নেপালের নাগরিকদের। শনিবার সকালে কাঠমান্ডুর এক বাসিন্দা বলেন, 'তাঁর (অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকি) কাছ থেকে আমাদের প্রধান প্রত্যাশা হল- দুর্নীতি নির্মূল করা এবং অতীতে যারা দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়েছে- সে নেতা হোক অথবা কর্মী, তাদের শাস্তি দেওয়া।'

হাসানে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ৯

হাসান ও নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: শুক্রবার রাতে হাসান জেলার মোসালে হোসাহাল্লি গ্রামে গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে পড়ে একটি ট্রাক। সেই ট্রাকের ধাক্কায় ৯ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি ২২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কমপক্ষে আট জনের অবস্থা বর্তমানে আশঙ্কাজনক। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এই দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী দফতর (পিএমও) থেকে জানানো হয়েছে, হাসান জেলায় দুর্ঘটনায় ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী মোদী। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। নিহতের নিকটাত্মীয়কে প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। আহতদের ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হবে।

তালিবানের হামলায় নিহত ১২ পাক জওয়ান

ইসলামাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর: পাকিস্তানে সেনা কনভয় লক্ষ্য করে পর পর গুলি তালিবানের। শনিবার এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১২ জন জওয়ানের। এই হামলার দায় স্বীকার করেছে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। শনিবার ভোর ৪টে নাগাদ ফকির সরাই এলাকা দিয়ে সেনার কনভয়টি যাচ্ছিল। সেই সময় কনভয় লক্ষ্য করে পর পর গুলি চালায় জঙ্গিরা। তারপরই রক্তে ভেসে যায় চারদিক। ঘটনায় মৃত্যু হয় অন্তত ১২ জন জওয়ানের। তবে আহতের সংখ্যা এখনও জানা যায়নি।

একদিন ময়দান

প্রেসিডেন্ট পদে একক প্রার্থী সৌরভ! তবে সচিবের পদ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সব কিছু ঠিকঠাক চললে, আবার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের (সিএবি) প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এটাই তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদ। আজ ১৪ সেপ্টেম্বর মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। এখনও পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে, কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নেই। অর্থাৎ, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। নির্বাচনের তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, তবে শেষ মুহূর্তে কোনও নাটকীয় পরিবর্তন না ঘটলে মহারাজের মসনদে ফেরা নিশ্চিত।

যদিও প্রেসিডেন্ট পদে সৌরভের জয় একপ্রকার নিশ্চিত, তবুও তাঁর প্যানেলে সচিব পদে কে আসছেন, তা নিয়েই চলছে জোর জল্পনা। কেউ বলছেন, প্রাক্তন সচিব বাবলু কোলেকে ফিরিয়ে আনা হতে পারে। আবার অনেকেই মনে করছেন, সঞ্জয় দাসই এই পদে সবচেয়ে উপযুক্ত। কারণ, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার নিরিখে তিনি বাবলুর চেয়ে এগিয়ে। সঞ্জয় দাস আগেও সিএবির নানা জটিল বিষয় দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন। আধুনিক ক্রিকেট প্রশাসনের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি বেশি। ফলে সচিব পদে সঞ্জয়ের নাম সামনে আসাটা অনেকের কাছেই যৌক্তিক মনে হচ্ছে। এছাড়াও, কোষাধ্যক্ষ পদে সঞ্জয়ের নাম ঘুরপাক খাচ্ছে। বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া আইন এখনও কার্যকর হয়নি। তাই সিএবি এবারও লোধা কমিশনের নিয়ম মেনে নির্বাচন করছে। এই পরিস্থিতিতে সৌরভ দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদে ফিরে আসতে পারেন কোনও বিরোধিতা ছাড়াই। তবে শুধুমাত্র নির্বাচিত হওয়া নয়, বাংলার ক্রিকেটকে ফের গড়ে তোলাই সৌরভের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলার ক্রিকেট মাঠে ও মাঠের বাইরে বহু সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। জুনিয়র ক্রিকেটের অবস্থা, প্রতিভা গড়ে তোলা, অবকাঠামো উন্নয়ন, সব ক্ষেত্রেই ঘাটতি চোখে পড়েছে। জাতীয় স্তরে বাংলার প্রতিনিধিত্বও তেমন বাড়ছে না। এই সব দিক মাথায় রেখেই সৌরভ ইতিমধ্যেই একটি সম্ভাব্য 'রিস্ট্রাকচারিং' পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। তাঁর ভাবনায় রয়েছে জুনিয়র ক্রিকেটে বিশেষ প্রকল্প- স্কুল ও কলেজ স্তর থেকে প্রতিভা খুঁজে এনে সঠিক কোচিং ও সুযোগ দেওয়া। ক্লাব পর্যায়ে আধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধা, ভালো মাঠ ও প্র্যাকটিস সুবিধা তৈরি করা। আধুনিক কোচিং পদ্ধতি, ফিটনেস ও স্পোর্টস সায়েন্সকে গুরুত্ব দেওয়া। বাংলার ক্রিকেটারদের সুযোগ করে দেওয়া যাতে জাতীয় দলে আরও বেশি মুখ দেখা যায়। শহরের পাশাপাশি জেলার প্রতিভাদেরও সমান গুরুত্ব দেওয়া। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কেবল একজন প্রাক্তন অধিনায়ক নন, তিনি বাংলার ক্রিকেটের মুখ। তাই দ্বিতীয়বার সিএবি প্রেসিডেন্ট হলে তাঁর ওপর প্রত্যাশার বোঝাও অনেক বেশি থাকবে। তিনি যদি নিজের অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বগুণ দিয়ে প্রশাসন চালান, তবে বাংলার ক্রিকেট ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারে।

'সৌরভের মস্তিষ্কই সাফল্য দেবে প্রিটোরিয়াকে', ভরসা ডোনাল্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নামটা ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায়। তিনি শুধু ভারতের অন্যতম সেরা অধিনায়কই নন, বরং একজন রূপকার, যিনি ভারতীয় ক্রিকেটকে আগ্রাসন এবং আত্মবিশ্বাসের নতুন পাঠ শিখিয়েছিলেন। ক্রিকেট ছাড়ার পরও তিনি নানা ভূমিকায় জড়িয়ে থেকেছেন ক্রিকেটের সঙ্গে- ধারাভাষ্যকার, প্রশাসক, বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট এবং মেন্টর। এবার প্রথমবারের মতো দেখা যাবে তাঁকে কোচের ভূমিকায়। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। আর তাতেই দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটমহল ইতিমধ্যেই উচ্ছ্বসিত।

প্রোটিয়া কিংবদন্তি অ্যালান ডোনাল্ড মনে করেন, সৌরভের ক্রিকেটীয় মস্তিষ্ক অসাধারণ ধারালো, যা প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসকে সাফল্যের পথে এগিয়ে দেবে। ডোনাল্ডের কথায়, 'সৌরভের অভিজ্ঞতা যে কোনও দলের কাছে এক বড় সম্পদ। ওর পরিকল্পনা সবসময় আলাদা হয়। প্রিটোরিয়ার দল খুবই শক্তিশালী, আর বিপুল সমর্থকও রয়েছে। প্রতিটি ম্যাচে দর্শকভরা গ্যালারি থাকবেই।' ডোনাল্ড জানাচ্ছেন, সৌরভের কাঁধে চাপ থাকবে ঠিকই, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন, 'দাদা' সবসময়ই দুর্দান্ত পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামবেন।

ডোনাল্ডের সঙ্গে সৌরভের সম্পর্কও বহুদিনের। ২০১২ সালে পুণে ওয়ারিয়ার্সে খেলার সময় তিনিই ছিলেন কোচ। এর আগে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা লড়াইয়ে বহুবার একে অপরের বিপক্ষে খেলেছেন। তাই তিনি ভালো করেই জানেন, সৌরভের নেতৃত্বের ধরন কতটা আলাদা। ডোনাল্ড বলেন, 'এই ধরনের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে সময় খুব সীমিত থাকে। এখানে শুধু কৌশল নয়, খেলোয়াড়দের সামলানো এবং অনুপ্রাণিত করাও বড় দায়িত্ব। সৌরভ এ কাজটাও খুব ভালো করতে পারবে।'

প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস এ বার নিলামে বেশ শক্তিশালী দল গড়েছে। ২২ বছর বয়সি বিধ্বংসী ব্যাটার ডেওয়াল্ড ব্রেভিসকে ১৬.৫ মিলিয়ন র‍্যান্ড (প্রায় ৮.৩১ কোটি টাকা) খরচ করে দলে নিয়েছে তারা। ব্রেভিসকে দক্ষিণ আফ্রিকার ভবিষ্যৎ সুপারস্টার ধরা হয়। এছাড়া আছেন ক্যারিবিয়ান দানব আন্দ্রে রাসেল, যিনি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের অন্যতম মার্কি নাম। দলে আরও বেশ কয়েকজন তারকা ক্রিকেটার থাকায় প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবেই তুঙ্গে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক গ্রেম স্মিথও সৌরভকে নিয়ে আশাবাদী। তিনি বলেন, 'গতবার এই দলের কোচ ছিলেন জোনাথন ট্রট। এ বার সৌরভকে কোচ হিসেবে পাওয়া দারুণ এক অভিজ্ঞতা হবে। দাদা নিজের মতো করেই কাজ করে। দিল্লি ক্যাপিটালসে তাঁর অভিজ্ঞতা থাকায় জানা আছে, কী ভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে দলকে পরিচালনা করতে হয়। আমি নিশ্চিত, প্রিটোরিয়ার দল ওর কোচিংয়ে ভালো খেলবে।'

২৬ সেপ্টেম্বর থেকে নয়াদিল্লিতে শুরু হবে চ্যাম্পিয়নশিপ

বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্সে মিডিয়া ইনচার্জ চন্দন রায়চৌধুরী

ফাইল ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: একের পর এক গুরুদায়িত্ব পাচ্ছেন চন্দন রায়চৌধুরী। কিছুদিন আগেই বিওএ সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী ইন্ডিয়ান ওয়েটলিফটিং ফেডারেশনে প্রথমবার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। এবার বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে মিডিয়া ইনচার্জ হলেন চন্দন রায়চৌধুরী। এবারের প্যারা অ্যাথলেটিক্সে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।নতুন পদে আসীন হয়ে উচ্ছ্বসিত বাংলার অন্যতম ক্রীড়াপ্রশাসক চন্দন রায়চৌধুরী। তিনি বলেন, 'এই চ্যাম্পিয়নশিপ ভারতের জন্য একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক, যেখানে ১০৬ টিরও বেশি দেশের ২,৫০০ জনেরও বেশি প্যারা-অ্যাথলিট এবং কর্মকর্তারা একত্রিত হয়েছেন, যা এটিকে আমাদের দেশে আয়োজিত সর্ববৃহৎ প্যারা-স্পোর্ট সমাবেশে পরিণত করেছে'।এছাড়াও চন্দন রায়চৌধুরী সিআরসির সচিব পদ সামলে রোয়িংকে সামনের সারিতে নিয়ে এসেছেন।

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah

RE-E-TENDER INVITING NOTICE

Re-Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **e-NIT No. 10/ S.L. No. 1 to 10/25-26. Fund : AMADER PARA AMADER SAMADHAN.** Published date: **13/09/2025.** Last date of Bid submission: **20/09/2025.** Date of opening: **22/09/2025.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM

(1) WBMAD/ULB/ BM/PW/15th Finance /NIT- 23/2025-2026, Memo No:-2383/PWD/BM/2025-2026, Dated-12.09.2025,
Name of the Work: -6 (Six) Sl. Nos. 1-6. 2025_MAD_902596_1, 2025_MAD_ 902596_2, 2025_MAD_902596_3, 2025_MAD_902596_4, 2025_MAD_902596_5, 2025_MAD_902596_6. (2) WBMAD/ULB/BM/PW/Own Fund/NIT-24/2025-2026 Memo No: -2384/PWD/BM/2025-2026, Dated-12.09.2025
Name of the Work: -15 (Fifteen) Sl. No. 1-15 2025_MAD_902666_1, 2025_MAD_ 902666_2, 2025_MAD_902666_3, 2025_MAD_902666_4, 2025_MAD_902666_5, 2025_MAD_902666_6, 2025_MAD_902666_7, 2025_MAD_902666_8, 2025_ MAD_902666_9, 2025_MAD_902666_10, 2025_MAD_902666_11, 2025_MAD_ 902666_12, 2025_MAD_902666_13, 2025_MAD_902666_14, 2025_MAD_ 902666_15,
Last Date-of Submission 22.09.2025, for details see Bolpur Municipality,
Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman
Bolpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of theWork: Repairing of Road alongwith drain at Sonartori Block - A, J, N, O and P within Ward no.-22
e-Tender No: WBDMC/W/31(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_902582_1 • Est. Amt: Rs. 7,20,499.00

2) Name of the Work: Improvement of illumination with Eight Numbers LED Street Light at Sonartori Basti under Ward No.-22 of Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No: WBDMC/W/31(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_902582_2 • Est. Amt: Rs. 84,059.00

3) Name of the Work: Repairing of Road by Cement Concrete from T2 Main Road to B2 - 320, B2 - 304 to 308, 308 to 317 and B2 down Sani Mandir to 309 within Ward no.-23
e-Tender No: WBDMC/W/32(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_902655_1 • Est. Amt: Rs. 9,99,634.00

4) Name of the Work: Improvement of illumination with supply of LED Street Lights in one no existing pole along with laying of UG PVC Armoured cable for power supply at 2 no. sunity Chatterjee Street under Ward No.-22 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No: WBDMC/W/33(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_902745_1 • Est. Amt: Rs. 77,562.00

5) Name of the Work: Repairing and desilting of drain from 4 no. to 6 no. A K Bithi along with Cover slab under DMC
e-Tender No: WBDMC/W/33(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_902745_2 • Est. Amt: Rs. 4,24,081.00

6) Name of the Work: Repairing of road by Cement Concrete from Barafkal More to Bishnu Gupta within Ward No.-22
e-Tender No: WBDMC/W/46(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_902804_1 • Est. Amt: Rs. 3,16,326.00

7) Name of the Work: Upgradation of Earthen road by cement concrete from Sushmita Khetrapal to Shyamoli Prasad within Ward No.-22 under DMC.
e-Tender No: WBDMC/W/46(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_902804_2 • Est. Amt: Rs. 2,04,653.00

8) Name of the Work: Repairing of Drain with slab covering from OHR to Manik Chandra Dey House, Ward No.-22, Borough-3, AC-277, Booth No.-149
e-Tender No: WBDMC/W/46(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_902804_3 • Est. Amt: Rs. 1,05,913.00

9) Name of the Work: Reconstruction of Road Near QR No. B2 27 to 35, B2 51 to 39, 52 to 66, 72 to 68, 73 to 77, 97 to 101, 78 to 82, 91 to 95, 52 to Battala Sani Mandir
e-Tender No: WBDMC/W/54(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_902833_1 • Est. Amt: Rs. 9,99,378.00

Last Date : **20.09.2025 upto 5.00 PM**
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Repairing of Drain at Talbona Pond Ward No.- 28, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/35(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902657_1 • Estimated Amount : 90,371.00/-

2) Name of the Work: Construction of Drain at J.P Avenue to existing High Drain Wards No.- 28, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/35(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902657_2 • Estimated Amount : 1,68,444.00/-

3) Name of the Work: Repairing of Concrete Road from Shyamal Das House to Sadhana Chakrabortys House and near Anjan Ruidass House, Kusumtala, Ward- 28, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/35(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902657_3 • Estimated Amount : 2,79,357.00/-

4) Name of the Work: Drain and Road repairing near Bekari Baste Booth 197, Ward No.- 28, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/35(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902657_4 • Estimated Amount : 3,68,796.00/-

5) Name of the Work: Laying of 25 mm 20mm Dia PVC underground Pipe Line for Sanjabani Nursing Home, AC276, Booth No.- 19, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/35(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902657_5 • Estimated Amount : 34,465.00/-

6) Name of the Work: Repairing of Manasha Mandir within Ward No.- 28, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/25(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902571_1 • Estimated Amount : 74,525.00/-

7) Name of the Work: Upgradation of Road by Cement Concrete at Ghosh Para, Ward- 28, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/25(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902571_2 • Estimated Amount : 1,05,662/-

8) Name of the Work: Repairing of Drain at Nibedita Park Ward No.- 28, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/25(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902571_3 • Estimated Amount : 99,809/-

9) Name of the Work: Repairing of ICDS at Khairasole Ward- 28, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/25(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902571_5 • Estimated Amount : 1,66,145.00/-

10) Name of the Work: 06 Nos. Street Tap with Concrete Platform Khoirasol, AC- 276, Booth No.- 194, Ward- 28, Borough- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/25(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902571_6 • Estimated Amount : 45,680.00/-

11) Name of the Work: Improvement of illumination with LED Street Light Fittings at Khairasole Play Ground under Ward No.-28 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/25(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902571_7 • Estimated Amount : 4,85,301/-

12) Name of the Work: Construction of Drain from Madhusudhan Duttas House to Tapan Deys House and Near Sibesh Dass House at BOGL Plant side colony, Ward No.- 30, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/44(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902800_1 • Estimated Amount : 74,480.00/-

13) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Rajkumar Mahatos House to Tumpa Bhattacharyas House at BOGL Plant side, Ward No.- 30, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/44(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902800_2 • Estimated Amount : 2,13,663.00/-

14) Name of the Work: Construction of Drain from Sambhunath Debnaths House to Ganesh Mahatos House at BOGL Plant side colony, Ward No.- 30, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/44(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902800_3 • Estimated Amount : 85,876.00/-

15) Name of the Work: Improvement of illumination with LED Street Light Fittings at BOGL Plant side colony under Ward No.- 30 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/44(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902800_4 • Estimated Amount : 1,73,043.00/-

16) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Shyamapada Dans House to Shyamali Ghoshs House at BOGL Plant side, Ward No.- 30, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/44(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902800_5 • Estimated Amount : 87,331.00/-

17) Name of the Work: Construction of Drain from Subhas Gorais House to Madhusudhan Dhondos House and repairing of Drain from Pannalal Mukherjees House to Bablu Pines House at BOGL Plant side, Ward No.- 30, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/44(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_902800_6 • Estimated Amount : 3,68,796.00/-

Last Date : 22nd September 2025, up to 4:55 pm
For details : wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

TENDER NOTICE

e-Tender Notice invited by prodhan **Fulia Township Gram Panchayet,** Santipur Dev. **eNIT No. 05/PLC RGSA/ FTGP/2025, Memo No 243/FTGP/2025. Date- 11-09-2025** Last date of submission Bid: **18/09/2025 upto 12.00 pm,** Technical Bid open Date: **20/09/2025 upto 12.00 pm.**

Sd/- Prodhan
Fulia Township Gram Panchayet, Fulia, Nadia.

TENDER NOTICE

e-Tender Notice invited by prodhan **Fulia Township Gram Panchayet,** Santipur Dev. **eNIT No. 04/OSR/ FTGP/2025, Memo No 242/FTGP/2025. Date- 11-09-2025** Last date of submission Bid: **18/09/2025 upto 12.00 pm,** Technical Bid open Date: **20/09/2025 upto 12.00 pm.**

Sd/- Prodhan
Fulia Township Gram Panchayet, Fulia, Nadia.

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah

Notice Inviting e-Tender 1st Call

NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/ NIET-13/2025-26, Sl. 1-9, Date-09.09.2025 & NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-14/2025-26, Sl. 1-11, Date-10.09.2025 & NIT No. WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-15/2025-26, Sl. 1-5, Date-11.09.2025 & NIT No. WB/ HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-16/ 2025-26, Sl. 1-16, Date-13.09.2025. Bid Submission Start Date : **10.09.2025 (NIT-13), 11.09.2025 (NIT-14), 12.09.2025 (NIT-15), 14.09.2025 (NIT-16) from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **20.09.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **22.09.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

SBI
এসবিআই, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পোঃ- ব্যারাকপুর,
২৪ পরগনা (উঃ) কলকাতা-৭০০১২০,
ই-মেল: sbi.64076@sbi.co.in

স্থাবর সম্পত্তির ই-অকশন বিক্রয় প্রত্যাহার।

ঋণগ্রহীতা সুদেব বিশ্বাস, পিতা- রতন কুমার বিশ্বাস, এবং **শ্রীমতী দীপা বিশ্বাস,** স্বামী- প্রয়াত সুদেব বিশ্বাস-এর সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কিত ই-অকশন বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি, যা ১২.০৮.২০২৫ তারিখে 'একদিন' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা ১৬.০৯.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, সেটি একটি প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে প্রত্যাহার করা হয়েছে। অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

তারিখ: ১৪.০৯.২০২৫
স্থান: ব্যারাকপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA

NOTICE INVITING E-TENDER
Corrigendum for Date Extension 03

Memo. No. 1248/RM, Date - 20.08.2025.
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-7e/ 2025-26/SL7, SL10, SL11 & SL26.
Tender ID : 2025_MAD_892904_7, 10, 11, & 26.
Name of the work: Construction of Public Toilet with Electrical works in different wards (31 nos.) within Ranaghat Municipality under SBM-U 2.00 Scheme. This is to inform that the Document Download/Sale End Date & Bid submission End Date are extended upto 20/09/2025 at 6:00 p.m. as No Bidder has been found. Bid opening Date - 22/09/2025 at 11:00 a.m. This corrigendum will be a part of the document. All other terms and conditions will remain unchanged. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

নারী কণ্ঠে ভাদু গান কি বিলুপ্তির পথে!

পার্থসারথি মহাপাত্র

‘এখন পুরুল্যার বহু বিটিরা
ভাদু আনতে খুঁজে না
যে জানে গো বিটির বেদন
সে ছাড়া কেউ আনে না।’

ভাদু গানের অস্তিত্ব যে সংকটের দোরগোড়ায় তা এই ভাদু গানের মধ্য দিয়ে প্রকটিত হচ্ছে। বর্তমান

নগরকেন্দ্রিক জীবনযাপন আর প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের ফলে এই লোকসংস্কৃতি আজ গভীর সংকটের মুখে। জনপ্রিয় সমাজমাধ্যমের যুগে মহিলারা যেভাবে হাল্কা ও চটুল নাচ গানে ব্যস্ত তাতে শাশ্বত লোকসংস্কৃতি হয়তো ইতিহাসের পাতায় চলে যাবে। অথচ মেয়েদের সামাজিক প্রতিবাদ ও বেদনা প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন ছিল এই গান। ভাদু গানের মাধ্যমে মহিলাদের বাকস্বাধীনতা, শ্বশুরবাড়ির অবদমন বা কন্যার প্রতি বৈষম্যের প্রতিবাদ উঠে এসেছে বারে বারে।

পুরনো দিনের প্রচলিত ভাদু গানগুলি সংগ্রহ করলে দেখা যায় উপেক্ষিতা মহিলারা শশুর বাড়ির গঞ্জনা সহ্য করতে না পারলে ভাদুকে উপলক্ষ করে কত সহজেই শশুর ঘরের সেই কষ্ট ভাদু গানের মাধ্যমে সমাজের কাছে তুলে ধরত,

‘হল্যদ বনের ভাদু তুমি,
হল্যদ কেন মাখঅ না।
শাশুড়ি ননদের ঘরে গো,
হল্যদ মাখা সাজে না।’
শশুর ঘরে যাব নাই মা   ধরে মারে শাশুড়ি,
শাশুড়িতে ধরে মারে   শশুর কিছু বলে না।
গুণের দেওর গাল দেই মা
জানে পাড়া-পরগনা।’

আবার মেয়ের রং কালো বলে যারা অবজ্ঞা করতো তাদের বিরুদ্ধে মেয়েরা গেয়ে উঠতো —

‘কে বলে রে কে বলে রে
আমার ভাদু কালো রে
বিষ্ণুপুইরা হলুদ আনে গো
গা কইরব আলো রে।’

ভাদু উৎসব পুরো ভাদ্র মাস ধরে চলা এক ব্রত এই পূজার বিশেষ কোনো পদ্ধতি নেই, বিধান নেই। মন্ত্র তন্ত্রের বালাইও নেই। গানই হল এই পূজার মন্ত্র। উপাচার ও আরাধনার একমাত্র উপকরন। ভাদ্র মাসের প্রথম রাতে নির্বাচিত একটি ঘরে কুমারী ও সধবা মেয়েরা মিলিত হয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাদুর আবাহণ করে থাকে।

‘সাঁঝ দিলাম সলিতা দিলাম
স্বর্গে দিলাম বাতি গো
সব ঠাকুররা সন্ধ্যা লাও মা
লক্ষ্মী-সরস্বতী গো।
সব সঙ্গতি পারণ গতি
সন্ধ্যা দাও ভাদুর কাছে
শঙ্খ বাজাও ঘণ্টা বাজাও
ঘরে ভাদু ধন আছে।’

ভাদু পুজার উৎস উপলক্ষে একাধিক কিংবদন্তি রয়েছে যার মধ্যে পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর পঞ্চকোটের রাজা নীলমনি সিংহের প্রিয় কন্যা ভদ্রাবতী বা ভদ্রেশ্বরীর নাম সাধারণ মানুষের কাছে স্বীকৃত। যদিও গবেষকেরা বলছেন পঞ্চকোট রাজের বংশ তালিকায় নীলমণি সিং দেও-এর তেরোটি পুত্রের কথা থাকলেও কোন কন্যার কথা উল্লেখ নাই। তবে রিজেল্ সাহেব তাঁর Tribes and castes of Bengal (vol-1– O-41) গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেছেন- ‘ভাদ্র মাসের শেষ দিনে মানভূম ও বাঁকুড়া জেলা বাগদি ও বাউরিরা ভাদু নামে এক দেবীর মূর্তি নিয়ে নাচ গান সহ শোভাযাত্রা করেন। মূর্তিটি প্রাক্তন পঞ্চকোট রাজার প্রিয় কন্যা বলে কথিত। কুমারী অবস্থায় তিনি নাকি মারা গিয়েছিলেন।’ মানভূম গেজেটিয়ার ভাদুকে রাজা নীলমনি সিংহের কন্যা বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া পুরুলিয়া তথা মানভূমের আপামর জনসাধারণও ভাদুকে নীলমণি সিংহের কন্যা বলেই সাদরে বরণ করে নিয়েছেন।

সেখানে আর কোন যুক্তি তর্কের অবকাশ নাই। সেই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই অতীতের মত বর্তমানেও ভাদু উৎসব পালিত হয়ে আসছে। ভাদু গানের মধ্যেও বারবার এই তথ্য পাওয়া যায়,

‘কাশীপুরের রাজার বিটি
বাগদি ঘরে কি কর,
হাতের জালি লয়ে কাঁখে
সুখ সায়রে মাছ ধর।’

‘কাশীপুরের মহারাজ
সে করে ভাদুর পূজা
সন্ধ্যা হলে ঝাঁরৈল বাজে
ভোগ দিছে শিতল ভাজা।’

ভাদু পুজোর উৎস কাশীপুর হলেও ভাদু শুধু পশ্চিমবঙ্গের মানভূমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ বীরভূম ও ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে এবং তৎসংলগ্ন বিহার ও ঝাড়খণ্ডের দু-একটা জেলাতেও ভাদু উৎসব পালিত হয়। সরাক, বাউরি, ও বাগদি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাদু উৎসব ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকলেও মাহাতো সহ অন্যান্য বাঙ্গালী মহিলাদেরও ভাদু পূজায় ব্রতী হতে দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলার সিমলাপালের উৎকল ব্রাহ্মণ সমাজেও এই পূজার প্রচলন আছে। যেহেতু পঞ্চকোট রাজার অধীনে বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার অনেক পরগণায় যুক্ত ছিল। তাই এই অঞ্চল গুলিতে ভাদু গানের প্রসার ঘটেছে। আবার কাশিপুর রাজার লেঠেল বাহিনীতে প্রচুর বাউরি সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন তাই তাদের পারিবারিক ও সামাজিক সূত্র ধরে সম্ভবত বীরভূম জেলাতেও ভাদু পূজার বিস্তৃতি লাভ করেছে।

ভাদু উৎসব সম্পূর্ণরূপে মেয়েদের উৎসব। এই উৎসবে পুরুষদের অংশগ্রহণ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। এই ব্রতের মাধ্যমে মেয়েরা ও মহিলারা তাদের জীবনের কাহিনী ও মনের কথা ভাদুকে উপলক্ষ করে গানের সুরে অনায়াসে বলে দিতে পারে।;

‘স’রষা ফুলটি ধপা ধপা
হলৈদ বলে বাঁটেছি
এ শাশুড়ি গা’ল দিয় না গো
পাশা খে’লতে বসেছি।’
‘আদাড়ে বাদাড়ে ঝিঙা,
ও ঝিঙা তুই বাড়িস্ না
আমার ভাদু শিশু ছ্যালা
ঝিঙা রাঁধতে জানে না।’

ভাদু সংক্রান্তির দু-তিন দিন আগে মেয়েরা নিজেরা বাজার বা হাট থেকে ভাদুর মূর্তি কেনে। তারা সেখানেও গান জুড়ে;

‘কাশীপুরে দুইটি ভাদু কোন ভাদুটি আমাদের?
চোখে কাজল দাঁতে মিশি সেই ভাদুটি আমাদের।’

তারপর তারা সেই মূর্তি মাথায় নিয়ে গান গাইতে গাইতে প্রানের ভাদু ধনকে ঘরে নিয়ে আসে।

‘ভাদুকে আনেছি আমরা ওগো,
চন্দন কাঠের চৌডলে
যদি ভাদু দয়া কর ওগো,
রাইখব সনার মন্দিরে।’

ভাদু ঘরে আসার পর মেয়েদের তৎপরতা বেড়ে যায়। সংক্রান্তির আগের রাতকে জাগরণ বলে। সারা রাত ধরে গান চলে।

রামের মায়ে রামকে মারে
রাম কাঁদে ধুলায় প’ড়ে
কাশীপুরের রাজা আইসে
ধূলা ঝা’ড়ে লেই কলে।

ঝৈড়ার দিনে ঝৈড়া হব্যাক
খ্যাতে বাইদে ডাঁড়কা পুঁঠি
ভাদু আমার সবার সেরা
তরা যতই করিস লম্বা টুঁটি।

কখনো কখনো ভাদু শুধু মাটির প্রতিমা নয় ভাদু তাদের কন্যা তাই তারা ছড়া কাটে;

অ দকানি দকান খুল লিব পাউডার হিমানি
আমার ভাদু মাথা বাঁন্ধবে পইসা লিঅ না দকানি

এত দিন রাখলি ভাদু,
মা বলে আর ডা’কলে নাই।
যাবার বেলা রগড় লিলে গো
মা ছাড়া বই যাব নাই।

ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির সকাল হতেই বিসর্জনের আয়োজন। ভাদুমনির জিলিপি ও খাজার উপর বিশেষ আকর্ষন ছিল। তাই সংক্রান্তির দিন ভাদু উৎসব উপলক্ষে কাশীপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় এবং বাঁকুড়া জেলার বেশ কিছু শহরে বিশাল বিশাল জিলিপি তৈরি করে দোকানে ঝোলানো থাকে। কোন কোনটা ৩-৪ কেজি ওজনের। আকারে সাইকেলের চাকার সমান হয়ে থাকে। বিক্রিও হয় খুব। ভাদু পুজো উপলক্ষে কেঞ্জাকুড়ার এই জাম্বো জিলিপি বাংলার ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে।

ভাদু গান কেবল একটি লোকসংস্কৃতি নয়;এটি বাংলার নারীমুক্তির ইতিহাসের অংশ। সমাজের চাপা কণ্ঠকে প্রকাশের যে সাহস ভাদু গান যুগে যুগে নারীদের দিয়েছে, তা অনন্য। অথচ আজ তা হারিয়ে যেতে বসেছে। যদি এখনই সচেতন উদ্যোগ না নেওয়া যায়, তবে ভাদু গান হয়তো শুধু বইয়ের পৃষ্ঠায়, গবেষণার প্রবন্ধে কিংবা ইতিহাসের ফুটনোটে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

তাই প্রশ্ন জাগে;ভাদু গান কি তাহলে বিলুপ্তির পথে? হয়তো তাই, যদি না আমরা সকলে মিলে তাকে নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নিই। কারণ ভাদু গান বাঁচানো মানে কেবল একটি উৎসব বাঁচানো নয়, বরং নারীর কণ্ঠ, বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্য ও লোকজ সংস্কৃতিকে আগামী দিনের জন্য সংরক্ষণ করা। এই গান শ্রুতি মাধ্যমে প্রচারিত। গানের ধারকরা ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছেন। নতুন প্রজন্মে ভাদু গান শেখার আগ্রহ নেই। ফলে ভাদু গান এখন কেবল গবেষক বা লোকসংস্কৃতির অনুরাগীদের আগ্রহে সীমিত হয়ে রয়েছে। ভাদু গানকে বাঁচাতে হলে; পুরোনো গান সংগ্রহ ও লিখিত আকারে সংরক্ষণ করতে হবে। ইতি পূর্বে তা বিচ্ছিন্ন ভাবে করা হয়েছে। তাকে একত্রিত করে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে।

স্কুল-কলেজের সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে ভাদু গান অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আধুনিক মঞ্চে, নাটক বা লোকনৃত্যের সঙ্গে ভাদু গানের মেলবন্ধন ঘটানো প্রয়োজন। লোকসংস্কৃতি হারিয়ে গেলে আমরা শুধু বিনোদনের এক রূপই হারাব না, হারাব আমাদের শিকড়, ইতিহাস আর জাতিগত পরিচয়ের ভাণ্ডার। তাই একে রক্ষা করা মানে আসলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা।

তথ্যসূত্র—
১) মানভূমের ভাদু - মানভূম কালচারাল আকাদেমি তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২) অহল্যা ভূমি পুরুলিয়া তৃতীয় খন্ডের অন্তর্গত প্রবন্ধ, মানভূমের ভাদু গান - স্বপন দাস

সাবেকিয়ানা উপভোগ করতে আসুন
কুমিল্লা পাড়া পল্লিমঙ্গলে

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতার পুজো না দেখলে জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল বলে মনে করেন অনেকেই। এখন এই চিন্তাভাবনায় বদল আনা খুব জরুরি। দুর্গাপুজো মানেই কলকাতার পুজো এখন আর এমন ভাবার কোনও অর্থই হয় না। কারণ, সময়ের সঙ্গে বদলেছে দুর্গাপুজোর ছবি। গত বেশ কয়েক বছর কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে শহরতলির পুজো। কলকাতার মতো বিগ বাজেট তাদের হয়তো থাকে না, তবে কলকাতার বিগ বাজেটের পুজোকে তারা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় প্রতি মুহূর্তেই। কলকাতা পুজো বেশির ভাগ থিম নির্ভর হলেও শহরতলির পুজোতে থিমের প্রভাব কম। প্রতিমা হয় সাবেকি ঘরানায়। কারণ, এই সাবেকি ঘরানার মধ্যে রয়েছে এক ভাবগম্ভীরতা। শহরতলির বাসিন্দাদের এক বড় অংশ থিমের প্রতিমায় এই ভাবগম্ভীরতা খুঁজেই পান না। মা দুর্গা আমাদের কাছে নারী শক্তি , করুণা এবং ঐশ্বরিক সুরক্ষার প্রতীক। ফলে পুজো উদ্যোক্তারা এই ভাবগম্ভীর পরিবেশ তৈরি করেন প্রতিমা রূপদানের মধ্যে দিয়েই। ফলে কলকাতার পুজোর সঙ্গে শহরতলির পুজো না দেখলে প্যান্ডেল হপিং অসমপূর্ণ থেকে যায়। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা না বললেই নয়। পুরনো কলকাতার পুজোর আমেজ মেলে এই শহরতলির পুজোয়। আর এখানে পুজোতে উপরি পাওনা বলতে নজরে আসে এলাকার প্রত্যেকের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই ব্যাপার একেবারে উধাও হতে বসেছে কলকাতার মেগা বাজেটের পুজোয়।

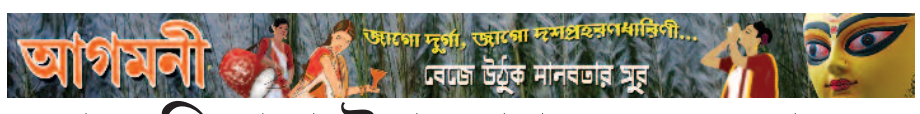

আর ঠিক এই রকম এক পুজো যদি দেখতে চান, তাহলে একবার অন্তত আপনাকে আসতেই হবে বেলুড়ের কুমিল্লা পাড়া পল্লিমঙ্গল সমিতির পুজোয়। বালি এবং বেলুড় এলাকার নিঃসন্দেহে বড় পুজোর তালিকায় একেবারে প্রথম দিকেই থাকবে এর নাম। এদিকে ২০২৫-এর কুমিল্লা পাড়া পল্লিমঙ্গল পা রেখেছে ৭৫তম বর্ষে। প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীতে পুজো যে হবে অত্যন্ত সাড়ম্বরে তার ছোঁয়া মিলেছে একেবারে খুঁটি পুজোর থেকে। এই খুঁটিপুজোর দিন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন পুজো উদ্যোক্তারা। আর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যেমন অংশ নিয়েছিলেন এলাকাবাসী ঠিক তারই সঙ্গে বাইরে থেকেও আর্টিস্ট আনা হয়। তবে এলাকার বাসিন্দাদের পারফর্ম্যান্সও ছিল নজরকাড়া। এখানেই শেষ নয়, সঙ্গে পাড়ার প্রত্যেকের জন্য ছিল পাত পেড়ে খাওয়ার এক এলাহি আয়োজন। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, ‘মর্নিং শোজ দ্য ডে’। খুঁটিপুজোর অনুষ্ঠান এতো বড় হলে উদ্বোধনের পর থেকে পুজো ঘিরে কতধরনের অনুষ্ঠান থাকবে তা সহজেই অনুমেয়।

কুমিল্লা পাড়া পল্লিমঙ্গলের এই পুজোর নজর কাড়া দিক হল এঁদের প্রতিমা। একেবারে সাবেকি ঘরানায় তৈরি। প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীতেও এই ট্র্যাডিশনই বজায় রাখছেন পুজো উদ্যোক্তারা। এবারের মাতৃপ্রতিমা রূপদানের ভার পড়েছে চুঁচুড়ার মৃৎশিল্পী বীরেন্দ্রচন্দ্র পালের ওপর। কৃষ্ণনগরের ঘরানায় মাতৃপ্রতিমার রূপদান করেন তিনি। এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি হচ্ছে এক সুউচ্চ প্যান্ডেলও। প্যান্ডেল তৈরি হবে রাজস্থানী ঘরানায়। প্যান্ডেল তৈরির দায়িত্বে পূর্ব মেদিনীপুরের মাইতি ডেকরেটর্স। এর পাশাপাশি থাকবে চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা। মণ্ডপে প্রবেশের আগেই রাস্তার দু’ধারে থাকবে আলোর গেট। এছাড়া প্যান্ডেল সংলগ্ন সব বাড়ি সাজবে আলোক মালায়। আলোর দায়িত্বে রয়েছে সুর পালের সুর ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ভয়েস।

কুমিল্লা পাড়া পল্লিমঙ্গলের পুজো সার্বিক অর্থে সর্বজনীন। পুজোর কয়েকটা দিন এক সুতোয় যেন বাঁধা হয় এলাকার প্রত্যেকটি পরিবারকে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে পুজো সংক্রান্ত যে কোনও কাজ সবই করেন পুজো উদ্যোক্তা থেকে এলাকাবাসী। দ্বিতীয়াতে পুজোর উদ্বোধনের সঙ্গে প্রতিদিনই থাকবে কোনও না কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আর এই অনুষ্ঠানে নজরকাড়া দিক হল এলাকার কচিকাঁচাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ। পুজো উদ্যোক্তারা মনে করেন এরাই ভবিষ্যতের দিশারি। শুধু কচিকাঁচা বললে ভুল হবে। যাঁরা প্রবীণ তাঁদেরও বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন করতে ভোলেন না পুজো উদ্যোক্তারা। আর এবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে নজর কাড়তে চলেছেন শিল্পী অপরাজিতা আঢ্য। কুমিল্লা পাড়া পল্লিমঙ্গল পুজোর দিনগুলোতে এলাকাবাসীর জন্য রেখেছে ভোগের ব্যবস্থা আর পাত পেড়ে খাওয়ার আয়োজন। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত নিরামিষ আর দশমীতে হয় নিরামিষ। মণ্ডপে পৌঁছে গেলেই হল।

এবারে আসা যাক পুজো এবং উদ্যোক্তাদের কথায়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে যেমন রয়েছে যুব শক্তি ঠিক তেমনই পাশাপাশি রয়েছেন প্রবীণেরাও। পুজোর যাবতীয় কাজ দেখাশুনার দায়িত্ব নারী শক্তির উপর। তবে এই পুজোর সবথেকে বড় প্রতিবন্ধক হল অর্থ। কলকাতার বিগ বাজেটের পুজোতে অর্থের কোনও কমতি থাকে না। আর ঠিক উল্টো এক ছবি ধরা পড়ে শহরতলির এই পুজোয়। মেলে না স্পনসর। বিগ বাজেটে পুজো করা কঠিন। ফলে পুজোর তহবিল গড়ে ওঠে পুজো উদ্যোক্তা আর এলাকাবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণে।তবে প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীতে কুমিল্লা পাড়ার এই পুজোর বাজেট মোটেই কম কিছু নয়। ২৭ লাখে সম্পন্ন হবে এবারের পুজো।

জনান্তিকে বলে রাখা শ্রেয়, রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকেও নেওয়া হয় না কোনও ধরনের অনুদান। পুজোর শুরু থেকে শেষ এই কয়েকটা দিন কাটে যেন চোখের নিমেষে। এরপর ত্রয়োদশীতে মাকে বিদায় জানানোর পালা। সাড়ম্বরে শোভাযাত্রা করে মাকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে এগিয়ে চলেন পুজোর উদ্যোক্তা থেকে এলাকাবাসী। কারও মা, কারও বা মেয়েকে শ্বশুরালয়ে পাঠানোর সময়টা যে অত্যন্ত কঠিন। চোখের কোনায় জল লুকিয়ে মাকে জানানো হয় এবছরের মতো বিদায়। সঙ্গে একটাই প্রার্থনা, ‘ভালো থাকিস, ভালো রাখিস। আবার আসিস মা। অপেক্ষায় রইলাম’।

NARSINGHA
একদিন

একদিন দশভুজা শারদ সম্মান ২০২৫

EKDIN Puja Registration Form
(Please fill the form in Capital Letter)

1. Name of Puja Committee & Address:..

....

2. Name of the President: .... Mobile: ....

3. Name of the Secretary: .... Mobile: ....

4. Name of the Other Contact Persons: .... Mobile:.............................

5. (a) Puja: Theme or Traditional (Tick one) :

   (b) Puja theme & Artist: ....

6. Puja Budget: ....

7. Any Social activities done between last One Year:...

Terms & Conditions: *(i) All Judgments will be selected by online system. (ii) Abasan Puja Committee should display Banner (6ft x 4ft) in prominent position in puja pandels. (iii) We will add one puja comiittee person’s mobile no. to our whatsApp group. Puja Committee will send 2 minutes video on puja Pandel (iv) Only Kolkata & Salt Lake Baroari Puja will come under the jurisdiction of the competition. (v) Last date of submission of application is 13/09/2025. (vi) Entries which are completed in all respect shall be eligible for the competitions. (vii) The event officials’ decisions must be granted.*

We agree to abide by the terms & Conditions.

Date & Place:

Signature on behalf of Puja Committee with Seal

Form Submission Centre: ‘PHOENIX’, 6/16A, Podder Nagar, Kol-700068, Near South City Mall. ‘EKDIN’ 1, Old Court House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room No. 306, Kolkata-700001 || CONTACT: 8697722990 6296243994

Digital Partner: বাংলা বলছে | Telecast Partner: ONKAR Only Truth | Event Organiser: wide angle | Event Management: PHOENIX Panacea For Your Brand | PR PARTNER